দুজনে

ইমদাদুল হক মিলন

দুজনে

ইমদাদুল হক মিলন

গ্রন্থবিকাশ

উৎসর্গ

মনিরা কায়েস, সুচরিতাসু
আবু হাসান শাহরিয়ার, প্রিয়বরেষু

বিকেলবেলা উদাস হয়ে বসে আছে নদী। দোতলা বারান্দা। এখানটায় বসলেই কোত্থেকে যে হু হু করা একটা হাওয়া আসে। সামনেই শীতকাল। হাওয়ায় বেশ একটা শীতলভাব। হাওয়াটা গায়ে লাগানো ঠিক নয়। যখন তখন ঠাণ্ডা লেগে যাওয়ার ব্যাপার আছে। নদীর যখন তখন ঠাণ্ডাটা লাগেও।

এই কারণে মা তাকে চাদর গায় না দিয়ে বারান্দায় বসতে দেন না। আজও চাদরটা গায়ে ছিল নদীর। পরনে নীল প্রিন্টের সালোয়ার-কামিজ। তার ওপর ঘি রঙের সুন্দর একটা শাল। রেলিংয়ের কাছে বেতের চেয়ারে বসে আছে নদী। বসে উদাস হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

বারান্দার সঙ্গের রুমটাই নদীর। সেই রুমে সাগর সেনের ক্যাসেট বাজছে। লো ভ্যলুমে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইছেন সাগর সেন। 'অলি বার বার ফিরে যায়, অলি বার বার ফিরে আসে'।

এই গানের পরের লাইনটা শুনলে বরাবরই মন খারাপ হয় নদীর। 'তবে তো ফুল বিকাশে'।

আজও হলো। ওই লাইনটা শুনে বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠল নদীর। নদী মনে মনে বলল, আমি কখনো বিকশিত হব না। কখন যে মা এসে নদীর পেছনে দাঁড়িয়েছেন নদী টের পায়নি। মা নরম নরম গলায় নদীকে ডাকলেন– নদী।

নদী আলতো করে মায়ের দিকে মুখ ফেরালো। মা বললেন, তোর ডাক্তার চাচা এসেছেন।

নদী ফ্যালফ্যাল করে মার দিকে তাকিয়ে রইল। যেন কথাটা বুঝতে পারল না সে। মা বললেন, ড্রয়িংরুমে বসে আছেন।

নদী অবাক হয়ে বলল, কে? শুনে হেসে ফেললেন মা। শুনতে পাসনি?

কি?

তোর ডাক্তার চাচা এসেছেন।

ও। নদী খুব বিষণ্ন হয়ে গেল।

মা বললেন, চল।

নদী বলল, বাবা আসেনি?
হ্যাঁ, দুজন একসঙ্গেই এসেছেন।
রোজ রোজ ডাক্তার চাচা আসেন কেন মা?
বাহ, তোর শরীর খারাপ, দেখতে আসবেন না। তাছাড়া উনি তো আর নিজে ইচ্ছে করে আসেন না, তোর বাবাই তো খবর দিয়ে আনান।
শুনে নদী আবার আকাশের দিকে তাকালো। আমার এসব ভাল্লাগে না মা।
নদীর মাথায় নরম করে হাত রাখলেন মা। শরীর খারাপ হওয়াটা তো কারো ইচ্ছের ব্যাপার নয় মা।
নদী কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, এটা কেমন শরীর খারাপ মা। জন্মের পর থেকেই একদিন দু'দিন পর পর জ্বর, মাথা ব্যথা, পা ব্যথা। একটু কিছুতেই ঠাণ্ডা লেগে যায়। এটা কোন মানুষের জীবন হলো। জন্মের পর থেকেই এমন, এ কথাটা তোকে কে বলল!
আমার শরীর আমি দেখছি না।
না, তোর এসব খুব বেশিদিনের ব্যাপার নয়। চার-পাঁচ বছর হলো।
আমার মনেই পড়ে না মা আমি কখনো সুস্থ ছিলাম।
ছিলি ছিলি। একদম সুস্থ ছিলি তুই।
আমার বিশ্বাস হয় না!
আমি তোর সঙ্গে মিথ্যে বলবো! তবে, আমার মন বলে তুই আবার আগের মতো সুস্থ হয়ে যাবি। কোন অসুখ-বিসুখ থাকবে না তোর। চল মা, ডাক্তার সাহেব বসে আছেন।
নদী বিষণ্ন মুখে উঠে দাঁড়াল।

ডাক্তার সাহেব অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন নদীকে। চোখ দেখলেন, জিভ দেখলেন। তারপর স্টেথিসকোপ কানে লাগিয়ে বুক-পিঠ পরীক্ষা করলেন। এই সময়টা নদীর খুব অস্বস্তিতে কাটে। ডাক্তার চাচা যদিও বেশ যত্নে সাবধানে করেন কাজটা তবুও তার আঙুলের ছোঁয়াটোয়া নদীর বুকে লেগে যায়। কারো তা খেয়াল করার কথা নয়। এমনকি ডাক্তার চাচারও। তিনি তো ডাক্তারী বিদ্যে নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু নদীর শরীরের খুব ভেতরে কি রকম একটা কাঁপন লাগে। আজও সেরকম হলো নদীর। মা-বাবা দুজনেই চিন্তিত মুখে সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। নদী ডিভানের ওপর জড়োসড়ো হয়ে শুয়েছে। ডাক্তার চাচা পরীক্ষা করছেন। বুকে স্টেথিসকোপ লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে ফেলল নদী। কী লজ্জা! কী লজ্জা!

ডাক্তার সাহেব বললেন, জ্বর কাশি মাথা ব্যথা এসব ছাড়া আর কোন প্রবলেম হয় মা?

নদী বিছানায় উঠে বসল। চাদরটা ভাল করে জড়ালো গায়ে। কখনো কখনো কোমরের নিচ থেকে পা দুটো ঝিমঝিম করে।

সব সময়?

না, কখনো কখনো। একটু হাঁটাচলা করলেই।

এখন করছে?

হ্যাঁ।

খুব?

না খুব নয়। তবে একটু বেশি হাঁটাচলা করলেই মনে হয় পা দুটো একদম ভেঙেচুরে যাচ্ছে। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। এত টায়ার্ড লাগে!

ডাক্তার সাহেব গম্ভীর মুখে কি ভাবেন।

কাজের ছেলে আজম এসে তখুনি খবর দিল, আপা, আপনের টেলিফোন।

নদীর রুমে একটা টেলিফোন আছে। পার্সোনাল ফোনগুলো নদীর ওই নাম্বারে আসে। আর পার্সোনাল ফোন তো ওই একজনেরই। নদী উতলা হয়ে টেলিফোন ধরতে ছুটল।

টেলিফোন কানে লাগাতেই নদী শুনল সেই কণ্ঠস্বর। ভারি মোলায়েম, আকর্ষণীয়।

নদী, কেমন আছো?

এই প্রশ্নে বরাবরই নদীর যা হয়, নদী খুব দুঃখী হয়ে যায়, আজও হলো। বিষণ্ন গলায় বলল, অলি, আমার খুব শরীর খারাপ ।

কি হয়েছে?

একটু জ্বর। কাশি আছে, মাথা ব্যথা আছে।

আর, আর কি নদী?

আর পা দুটো সব সময় ঝিমঝিম করে। ভেঙেচুরে আসে।

কেন?

কি জানি।

ডাক্তার সাহেব কি বলছেন? এটা তো আগে ছিল না। ডাক্তার সাহেবকে বলোনি?

এক্ষুণি তো বললাম। তুমি যখন টেলিফোন করলে তখন ডাক্তার সাহেব আমাকে দেখছিলেন।

সব বলেছো?

হ্যাঁ।

ঠিকমত ওষুধ খাও। সেরে যাবে।

কত যে ওষুধ খাই রোজ, অলি, তুমি তা ভাবতেও পারবে না।

অসুখ হলে ওষুধ খেতেই হবে!

একটা মানুষ কত ওষুধ খেতে পারে বলো।

নদী, তুমি একদিন ঠিক ভাল হয়ে যাবে।

তুমি বলছো!

হ্যাঁ।

তাহলে সত্যি আমি একদিন ভালো হয়ে যাব।

না হলেও আমি তোমাকে ভালো করে নেবো।

আমি তোমার জন্যে ভালো হয়ে উঠবো অলি।

অলি খুশি হয়ে বলল, সত্যি?

সত্যি। তুমি কেমন আছো অলি?

ভালো নেই।

শুনে চমকে উঠল নদী। কেন, কি হয়েছে তোমার?

তোমাকে অনেকদিন না দেখলে আমার মন খুব খারাপ হয়ে যায়। রাতের বেলা ঘুম হয় না। নিজেকে খুব অসহায় দুঃখী মানুষ মনে হয়।

আমারও। কতদিন তোমাকে দেখি না অলি। তুমি কবে আসবে?

দু'একদিনের মধ্যেই আসব।

দু'একদিন নয়। কালই আসবে।

আসব।

কখন?

বিকেলবেলা।

সত্যি?

সত্যি।

তারপর নদী খুব গম্ভীর গলায় বলল, অলি তোমাকে একটা কথা বলব–

বলো।

বলো আমার কথা রাখবে?

রাখব।

প্রমিজ?

প্রমিজ।

তাহলে এখুনি তুমি আমাদের বাসায় চলে এসো।

এখুনি।

হ্যাঁ, এই মুহূর্তে তোমাকে আমার দেখতে ইচ্ছে করছে। ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে। অলি, আসবে অলি।

আসব।

একথায় মুহূর্তে মন ভালো হয়ে গেল নদীর। শরীরে কোন অসুখ আছে, নদীর ভুলেও তা মনে পড়ল না।

বাবা আর ডাক্তার সাহেব সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিলেন। সামনে বারান্দার পর সুন্দর লন। লনের একপাশে টবে রাখা বিভিন্ন রকমের দামি সব অর্কিড। আরেক পাশে খোলা জায়গা। সেখানে পাশাপাশি দুটো গাড়ি। গাড়ি দুটোর দিকে তাকিয়ে বাবা খুব চিন্তিত গলায় বললেন, কেমন দেখলে ডক্টর?

ডাক্তার সাহেব বললেন, যে ওষুধগুলো দিলাম এক্ষুণি আনিয়ে নেবে। ওগুলো ঠিকঠাকমত খাওয়াও।

ওর প্রবলেমটা কি! দু'চারদিন পর পরই এমন হচ্ছে।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। চার-পাঁচ বছর ধরে রেগুলার দেখছি মেয়েটাকে, অসুখটা যে আসলে কি, বোঝা মুশকিল। নাকি আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছো তুমি?

আরে না।

বাবা খুব অসহায় গলায় বললেন, ডক্টর আমার একটামাত্র মেয়ে।

তুমি অতো নার্ভাস হচ্ছো কেন?

নার্ভাস হব না! এই বয়সের একটা মেয়ে।

নার্ভাস হবার কিছু নেই। দেখি, আমি দু'একজন সিনিয়রের সঙ্গে আলাপ করব। করো ডক্টর। প্লিজ। মেয়েটাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় আমার ঘুম হয় না। বিজনেসে মনোযোগ দিতে পারি না। এই বয়সের একটা মেয়ে সারাদিন ফুরফুর করে ঘুরে বেড়াবে, লাফালাফি করে সারা বাড়ি মাথায় তুলে রাখবে। না তা নয়, কেবল অসুখ অসুখ।

ততক্ষণে গাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন দুজন। সাদা রঙের গাড়িটা ডাক্তার সাহেবের। তাঁদের দেখেই বিনীতভাবে গাড়ির দরোজা খুলে ধরে ড্রাইভার। গাড়িতে চড়ার আগে ডাক্তার সাহেব কাঁধে হাত রাখলেন, চিন্তা করো না, সিনিয়রদের সঙ্গে আলাপ করে দু'একদিনের মধ্যেই আমি তোমাকে জানাব।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিরক্তিতে মন ছেয়ে গেল অলির। একটাও খালি রিকশা দেখা যাচ্ছে না। অথচ এক্ষুণি নদী তাকে যেতে বলেছে। না গেলে সারারাত ঘুমোতে পারবে না নদী। এমনিতেই শরীর খারাপ। রাত জেগে অলির কথা ভেবে ভেবে শরীরটা আরও খারাপ করে ফেলবে। ওষুধ খাবে না, ভাত খাবে না। অলি অতোটা ভাবতেই পারে না। তার ইচ্ছে করে কোন একটা রিকশা দাঁড় করিয়ে, জোর করে সিটে বসা লোক নামিয়ে নিজে চড়ে বসে।

কিন্তু ইচ্ছে করলেই কি সব হয়!

আর নদীদের বাড়ি যে হেঁটে যাবে, সম্ভব নয়। এতদূর থাকে নদী! স্কুটার নেবে! কথাটা ভেবে পকেটে হাত দিল অলি। পনেরো-বিশটা টাকা আছে। এতে যাওয়াই হবে না। স্কুটারঅলারা আজকাল মনের আনন্দে ভাড়া চায়। উঠে পড়বে সে। নদীর কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিলেই হবে। তারপরই অন্য একটা প্লান এলো অলির মাথায়। স্কুটারঅলা যত ভাড়া চায় উঠে পড়বে সে। নদীদের গেটের সামনে স্কুটার দাঁড় করিয়ে ভেতরে নদীর কাছ থেকে টাকা এনে স্কুটারঅলাকে বিদেয় করবে। গুড আইডিয়া। ওই তো স্কুটারস্ট্যান্ড।

অলি স্কুটার স্ট্যান্ডের দিকে পা বাড়াবে ঠিক তখুনি তার পায়ের কাছে হঠাৎ করে এসে থেমে গেল একটা ঝকঝকে নীল রঙের মিটসুবিসি ল্যান্সার।

অলি চমকে গেলো। গাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল ড্রাইভিং সিটে বসে আছেন আইভি আপা। মাথায় ববকাট চুল। পরনে কিশোরী মেয়েদের মতো একই রঙের সিল্কের সালোয়ার-কামিজ। পোশাকের রঙটা কাঁচা হলুদের মতো। আইভি আপার গায়ের রঙের সঙ্গে মিলে গেছে। ওড়না পরেননি আইভি আপা। তবুও আইভি আপাকে দেখে চোখে ধাঁধা লেগে যায়।

আইভি আপা মিষ্টি করে হেসে বললেন, হাই অলি।

'হাই' বলে অলি গিয়ে আইভি আপার সামনে দাঁড়াল। মাথাটা নিচু করে রাখল গাড়ির জানালায়। আইভি আপা আপনি?

দূর থেকেই তোমাকে দেখেছি! হাউ আর ইউ?

ফাইন।

গাড়িতে ওঠো।

শুনে চমকে উঠল অলি। মানে?

আরে উঠো না। কথা আছে।

অলি কাচুমাচু গলায় বলল, আইভি আপা, আমার খুব জরুরি একটা...

কিসের জরুরি! কাম অন ম্যান।

আমার এক বন্ধু খুব সিক। তাকে, একটু দেখতে যেতে হবে। কথাটা বলেই আইভি আপার শরীর থেকে সেক্সএ পিল জাতীয় কোন একটা দামি পারফিউমের গন্ধ পেল অলি। সেই গন্ধে মাথাটা একটু চক্কর দিয়ে উঠল তার।

আইভি আপা হেসে বললেন, সিক বন্ধু!

হ্যাঁ।

বন্ধু না বান্ধবী?

বন্ধু।

তাহলে তাকে পরে দেখতে গেলেও হবে।

না।

এবার অভিমানে গাল ফুলালেন আইভি আপা। আইভির জন্যে পুরুষ মানুষরা পাগল হয়ে থাকে। সে কারো সঙ্গে হেসে কথা বললে জীবন ধন্য হয়ে যায় কারো কারো। আর তুমি, তুমি আমাকে খুব জেদী করে তুলেছো অলি। তোমাকে এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে যেতেই হবে। আইভি আপা গাড়ির দরোজা খুলে দিলেন।

অলি তবুও তাকে বোঝাতে চাইল। আইভি আপা, আপনি ব্যাপারটা ঠিক...

দরকার হলে আমি তোমাকে সেই বন্ধুর বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসব।

এসো।

অলি খুব মন খারাপ করে গাড়িতে উঠে বসল।

সন্ধ্যে হয়ে গেল, অলি এলো না। বারান্দায় বসে গেটের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে গেল নদী। অলি কেন আসছে না! কেন আসছে না! ভেতরে ভেতরে কি রকম একটা রাগ, কি রকম একটা অভিমান আচ্ছন্ন করে ফেলল নদীকে। অলি কেন তার সঙ্গে এমন করছে! কেন তাকে কথা দিয়ে এখনো আসছে না। কোথাও টেলিফোন করে যে অলির খবর নেবে, অলির সঙ্গে কথা বলবে, উপায় নেই। কতদিন হয়ে গেল অলির সঙ্গে পরিচয়। তারপর ভালোবাসা। তীব্র আকুলতা। তবুও অলির সঙ্গে যখন ইচ্ছে কথা বলার উপায় নেই। যখন ইচ্ছে অলিকে কাছে পাওয়ার উপায় নেই। অলির কোন ঠিকানা, অলির কোন টেলিফোন নাম্বার জানা নেই নদীর।

আজ প্রথমবারের মতো কথাটা মনে হলো নদীর। অলির যখন ইচ্ছে নদীকে টেলিফোন করে। যখন ইচ্ছে নদীর সঙ্গে দেখা করে যায়। যতক্ষণ ইচ্ছে থাকে। অলির ইচ্ছেটাই প্রধান। নদীর ইচ্ছের কি কোন মূল্য নেই! নদীর যখন ইচ্ছে অলির সঙ্গে কথা বলবে, যখন ইচ্ছে অলিকে ডাকবে। অলির যেমন হঠাৎ করে নদীর কথা মনে হয়, নদীরও তো তেমন হঠাৎ করে অলির কথা মনে হতে পারে। অলির যেমন হঠাৎ করে নদীকে দেখতে ইচ্ছে হয়, নদীরও তো তেমন হঠাৎ অলিকে দেখার ইচ্ছে হতে পারে! তাহলে?

তাহলে কেন অলি তাকে কোন টেলিফোন নাম্বার দেয়নি। কেন অলি তাকে নিজের ঠিকানা দেয়নি। নদী বহুদিন ভেবেছে, এরপর অলি কখনো টেলিফোন করলে নদী তার টেলিফোন নাম্বারটা জেনে নেবে। নেয়া হয়নি।

অলি যখন টেলিফোনে কথা বলে তখন ভুলেও নদীর কখনো মনে পড়ে না অলির টেলিফোন নাম্বারটা জেনে নেয়ার কথা। তখন যে কত কথা জমে থাকে নদীর! কত কথা জমে থাকে অলির! সময়টা যে কেটে যায়, নদী টের পায় না। অলি কি পায়!

টেলিফোন রেখে দেয়ার পর কোন কোন দিন কথাটা মনে পড়ে নদীর। কিন্তু তখনো হৃদয়ের খুব ভেতরে থেকে যায় অলির কথার রেশ। সেই রেশের ভেতর

ডুবে থেকে নদী ভাবে, আরেক দিন জেনে নেয়া যাবে! এ আর এমন কি? অলি তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। তাকে ছেড়ে কোথায়ই বা পালাবে অলি!
আর অলি যখন সামনে থাকে, তখন তো মনটা আরো ভালো থাকে নদীর। কথা বলে, অলিকে আদর করেই তো কেটে যায় সময়টা। কখনো সময় কাটে শুধু অলির মুখের দিকে তাকিয়ে। ওই মুখটা তো ঈশ্বর শুধু নদীর জন্যেই তৈরি করেছেন। নদী সেই মুখ দেখবে না!
তাহলে নদীর সময় কোথায় অলির ঠিকানা জেনে নেয়ার! ওরকম একটি কাঠখোট্টা বিষয় নিয়ে নদী কেন তার অমূল্য সময় নষ্ট করবে। তাহলে ভালোবাসার কথা বলবে কখন! অলিকে আদর করবে কখন! কিন্তু আজ এই মুহূর্তে অলির জন্যে অপেক্ষা করতে করতে, তীব্র অভিমানে নদী ভাবলো, আজ এলেই প্রথমে অলির টেলিফোন নাম্বার আর ঠিকানা জেনে নেবে সে। তারপর ভালোবাসা। তারপর আদর।
আর যদি না আসে?
না অতোটা ভাবতে পারে না নদী। তাকে কথা দিয়ে অলি কেমন করে না আসে! নদীর তাহলে রাতের বেলা একটুও ঘুম হবে না। প্রিয় রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনতে বিচ্ছিরি লাগবে। মুখে খাবার রুচবে না। ওষুধগুলো চিরতার মতো তেতো লাগবে। শরীরের ভেতর বেড়ে যাবে অসুখ।
অলি কি তাকে অতোটা কষ্ট দিতে পারে!
এমনিতেই শরীর ভর্তি অসুখ নদীর। কত ওষুধ খায়, কত চিকিৎসা, মা-বাবার অতিরিক্ত আদর-ভালোবাসা, কিন্তু কিছুতেই স্বস্তি বোধ করে না নদী। তার স্বস্তি তো কেবল অলি। ওষুধ তো কেবল অলি। অলি টেলিফোনে যতক্ষণ কথা বলে নদীর তখন কোন অসুখ থাকে না। নদীর মতন সুখী তখন পৃথিবীতে কেউ হয় না। অলি যতোক্ষণ সামনে থাকে, অলির মুখের দিকে তাকিয়ে অলিকে একটু স্পর্শ করে পৃথিবীর সবচেয়ে তরতাজা যুবতীতে রূপান্তরিত হয় নদী। নদীর তখন কোন অসুখ নেই। নদীর মতন সুখী পৃথিবীতে কেউ নেই।
কিন্তু অলি আসছে না কেন? সন্ধ্যে পার হয়ে গেল যে! বলল তো এক্ষুণি আসছে!
তাহলে?
কতদূর থাকে অলি? কতদূর? সেখান থেকে নদীর কাছে আসতে কতটা সময় লাগে তার!
বারান্দায় বসে থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে গেল নদী। বুকটা ধুকপুক করতে লাগল তার। একটু কাশি হতে লাগল। মাথার ভেতর দপদপ করে উঠল ব্যথা। বসে থেকে কখনো যা হয় না নদীর, এখন তাই হলো। কোমরের নিচ থেকে পা দুটো ভেঙেচুরে আসছে। শ্বাস নিতেও কষ্ট হতে লাগল তার।
নদী মনে মনে বলল, অলি আমি মরে যাচ্ছি। মরে যাচ্ছি। তোমার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে আমি মরে যাচ্ছি।

আইভি আপা বললেন, তোমাকে একটা পার্টিতে নিয়ে যাব।

অলি অবাক হয়ে বলল, কিসের পার্টি?

ককটেল পার্টি।

কোথায়?

গুলশানে।

আপনার কোন বন্ধুর বাসা?

না।

তাহলে?

একজন এমব্যাসেডারের বাসা।

কোথাকার?

দেশটার নাম শোনার দরকার নেই।

বলে আইভি আপা সুন্দর চোখে অলির দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলেন।

গাড়ির স্টিয়ারিং হুইলের উপরের দিকে একটু পাশেই অবহেলায় পড়ে আছে এক প্যাকেট ডানহিল সিগারেট। প্যাকেটের সঙ্গে কালার ম্যাচ করা একটা লাইটার দেখে অলি বলল, সিগ্রেট খাব?

প্লিজ।

অলি প্যাকেট থেকে সিগ্রেট বের করে, লাইটার জ্বেলে সিগ্রেট ধরাল। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল। আর কেন যে ঠিক সেই মুহূর্তেই নদীর কথা মনে পড়ল তার। নদী তার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে নিশ্চয় এতক্ষণে ক্লান্ত হয়ে গেছে! বিরক্ত হয়ে গেছে! অথবা তীব্র অভিমানী। ইস কেন যে এই সময় আইভি আপার সঙ্গে দেখা হলো তার!

আইভি আপা খুব বেশি স্পিডে গাড়ি চালান না। মাঝারি ধরনের স্পিডে চালান। এখনো সেইভাবে চালাচ্ছিলেন। ফাঁকে ফাঁকে বুঝি অলিকেও দেখছিলেন তিনি।

আইভি আপা বললেন, কি ভাবছো অলি?

কিছু না।
নিশ্চয় কিছু ভাবছো।
অলি চালাকি করে বলল, সিগ্রেটটার কথা ভাবছি।
শুনে হেসে ফেললেন আইভি আপা। সিগ্রেটের কথা ভাবার কি হলো?
ডানহিলটা ফালতু সিগ্রেট।
ফালতু মানে?
কোন স্বাদ নেই। ভাতের মতো। পর পর তিনটা খেলে মনে হয় একটা সিগ্রেট খাওয়া হলো।
তিনটেই খাও। খেতে কেউ মানা করছে?
না তা নয়।
তাহলে?
অলি একটু থেমে থেকে বলল, আইভি আপা, আপনি সিগ্রেট খান?
কি মনে হয়?
না আমি আপনাকে কখনো খেতে দেখিনি তো।
খুব একটা খাই না।
তার মানে খান।
কোন পার্টি-টার্টিতে গেলে খাই। ড্রিংকসের সঙ্গেও চলে দু'একটা।
অলি অবাক গলায় বলল, ড্রিংকস মানে?
আইভি আপা মৃদু হেসে বললেন, ড্রিংকস মানে বিয়ার স্যামপেন ওয়াইন হুইস্কি। তবে হুইস্কিটা ডিলাক্স হতে হবে।
ও। অলি যেন নিভে গেল।
আজকের পার্টিতে সবই থাকবে।
খেয়ে গাড়ি চালাতে পারেন আপনি?
হুইস্কি ছাড়া অন্যগুলোতে প্রবলেম হয় না। তবে নিজে যেদিন ড্রাইভ করি সেদিন আমি হুইস্কি খাই না।
অলির হাতের সিগ্রেট শেষ হয়ে আসছিল। সিগ্রেটে শেষ টান দিল অলি। তারপর এসট্রেতে গুঁজে দিয়ে বলল, এই পার্টিটায় কেন আপনি আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন?
আমার একজন পার্টনার দরকার ছিলো। এসব পার্টিতে একা যেতে ভাল্লাগে না।
হাজব্যান্ডকে নিয়েই তো যেতে পারেন?
ও এসব পছন্দ করে না।
তাহলে আপনি যে এসব পার্টিতে যান!

তাতে কি হয়েছে?
উনি মাইন্ড করেন না?
করে হয়তো। তাতে আমার কি আসে যায়! আই লাইক ইট।
একটু থেমে অলি বলল, পার্টনার হিসেবে আমাকে চয়েজ করা ঠিক হয়নি আইভি আপা।
কেন?
আমি অতোটা স্মার্ট নই।
কে বলেছে?
বাহ আমি বুঝি না।
কিন্তু আমি যতটা বুঝি তাতে ইউ আর স্মার্ট এনাফ। তুমি দেখতে খুবই ম্যানলি। সুন্দর করে কথা বলতে পারো। পোশাক-আশাকে একটু অগোছালো, আমি এটা খুব পছন্দ করি।
শুনে লজ্জা পেয়ে গেল অলি। খানিক চুপ করে থাকল সে। তখন আবার নদীর কথা মনে পড়ল তার। নদীকে ভোলার জন্যেই যেন আইভি আপার সঙ্গে আবার কথা শুরু করল অলি।
আইভি আপা, আমি কিন্তু ড্রিংক করি না।
মানে?
মানে কখনো করিনি।
কেন করোনি। আজ আমার সঙ্গে করবে।
না।
কেন?
ওখান থেকে বেরিয়ে আপনি আমাকে আমার সেই বন্ধুর বাসার সামনে নামিয়ে দেবেন।
তখন তো অনেক রাত হয়ে যাবে।
যত রাত হোক, আমাকে যেতেই হবে। ড্রিংক করে ওখানে যাওয়া যাবে না। তাছাড়া আমি তো কখনো খাইনি। একটু খেলেই মাতাল হয়ে যাব। মাতাল অবস্থায় সেখানে যাওয়া ঠিক হবে না।
সে দেখা যাবে। শোন, আমরা প্রায় এসে গেছি, তার আগেই কথাগুলো তোমাকে বলে রাখি।
কি কথা?
আমি যেসব পার্টিতে যাই যে কোন কারণে সেখানে আমার পেছনে কিছু লোক লাগে।

কেন?
আইভি আপা হেসে বললেন, কেন বোঝ না?
অলি বুঝল। কথা বলল না।
আইভি আপা বললেন, ওরা জানে আমার এখনো বিয়েফিয়ে হয়নি। বিরাট বড় লোকের মেয়ে। ফ্রি মিকসিংয়ে আপত্তি নেই।
তাতে কি হয়েছে?
ঝামেলাটাই তো ওখানে। যে কেউ আমার সঙ্গে প্রেম করতে চায়। আসলে সেটা প্রেম করতে চাওয়া নয়, বুঝলে। বেড পার্টনার হিসেবে চায় আর কি।
শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল অলি। একটি মেয়ে কি করে এসব কথা বলে! যেহেতু একটু আনমনা হয়েছিল অলি, ফুলে আবার নদীর কথা মনে পড়ল তার। নদী এখন কি করছে?
আইভি আপা বললেন, এসব কারণে আজ তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। ওখানে গিয়ে তোমার পরিচয় দেব।
আইভি আপা একটু থেমে থাকলেন। নিচের ঠোঁটের ডান কোণে কামড়াতে লাগলেন। ইয়েস, পরিচয় দেব, তোমার সঙ্গে আমার এনগেজমেন্ট হয়ে গেছে, কিছু দিন পর বিয়ে হবে।
শুনে বালকের মতো হাসল অলি। বাহ। কেউ বিশ্বাসই করবে না।
কেন?
যে কেউ দেখেই বুঝবে আমি আপনার চেয়ে অনেক ছোট।
আইভি আপা হেসে ফেললেন। অলি তুমি এখনো খুব ছেলেমানুষ।
কেন?
এসব আজকাল কোন প্রবলেম না জানো!
কোন সব?
এই যে বয়স। আজকাল ওয়াইফের চেয়ে হাজব্যান্ডের বয়স কম হলে কিছু এসে যায় না। যাকগে তোমাকে আমি যেভাবে বললাম।
অলির মনে হলো বেশ মজার একটা খেলা পেয়ে গেছে সে। দেখা যাক না একদিন এই খেলাটা খেলে!
আইভি আপা বললেন, পার্টিতে তুমি সারাক্ষণ আমার সঙ্গে থাকবে। আমি সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। তোমাকে ড্রিংকও করতে হবে। তবে আমি সঙ্গে থাকব তো, যাতে আউট না হয়ে যাও খেয়াল রাখব। আর–
আর কি?

আইভি আপা গম্ভীর গলায় বললেন, আমাকে তুমি করে বলতে হবে। ভুলেও আইভি আপা বলা যাবে না।

যদি আপনার হাজব্যান্ড কখনো শুনে ফেলেন।

শুনলে শুনবে। তবে শুনবে না।

আইভি আপা মিষ্টি করে হাসলেন। সেই হাসি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল অলি। খেলাটা কি সে তাহলে শুরু করে দিল!

একটা সুন্দর বাড়ির সামনের রাস্তায় সার ধরে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো গাড়ি। সেই গাড়িগুলোর শেষ গাড়িটার পেছনে নিজের গাড়ি পার্ক করলেন আইভি আপা। তারপর অলির চোখে চোখ রেখে বললেন–

ওকে!

অলি মৃদু হেসে বলল, ওকে।

চাদর গায়ে বিছানায় জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে আছে নদী। কথা দিয়ে এই প্রথম অলি আজ এল না। সন্ধ্যে থেকে মনটা খারাপ হয়ে আছে নদীর। দীর্ঘক্ষণ বারান্দায় বসে ছিল নদী। তখনইটের পেয়েছে বুকের ভেতরটা ধুকপুক ধুকপুক করছে। বারবার কাশি হচ্ছিল। মাথাটা ধরে আসছিল। আর কোমরের নিচ থেকে পা দুটো শুরু করছিল ঝিমঝিম করতে। বসে থাকলে যেটা কখনো হয় না নদীর। তবুও বসে ছিল নদী। অলি যদি আসে! যদি আসে!

নদী জানে দূর থেকে অলিকে একপলক দেখেই বুকের ধুকপুকানি কমে যাবে তার। কাশি বন্ধ হয়ে যাবে। মাথা ধরা থাকবে না। পায়ের ঝিমঝিমানি কোথায় হাওয়া হয়ে যাবে!

কিন্তু অলি এলো না। এলো না।

বসে থাকতে থাকতে এক সময় আর পারল না নদী। মনে হল এইভাবে আর খানিকক্ষণ বসে থাকলে সত্যি সত্যি মরে যাবে সে।

নদীর চোখ ফেটে জল এসে গেলো। চাদরের কোণায় চোখের জল মুছে অনেক কষ্টে নিজের রুমে এসে ঢুকলো নদী। তারপর বিছানায়।

নদী বিছানায় শুয়েছিল দেয়ালের দিকে মুখ করে। কারণ, নদী জানে এখন অনেকক্ষণ ধরে কাঁদবে সে। কান্নাটা মার চোখে পড়লেই হইচই পড়ে যাবে বাড়িতে। মা ভাববেন নিশ্চয় শরীরের ভেতরকার কষ্ট সহ্য করতে পারছে না নদী। সেই কষ্টে কাঁদছে। ওষুধপথ্য নিয়ে চাকর-বাকরদের ছুটোছুটি লেগে যাবে। বাবা এসে অনবরত প্রশ্ন করতে থাকবেন। এমনকি ডাক্তার চাচাকে টেলিফোন করে ডেকে আনতে পারেন। সে আরেক বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার। অতোটা হতে দেয়ার কোন মানে হয় না।

যদিও নদীর শরীর এখন সত্যিই খারাপ লাগছে। কিন্তু সেই খারাপ লাগাটা আসলে মন থেকে আসছে। আর মন মানেই তো অলি।

অলি আজকে এলো না! কেন?

বিছানায় শুয়ে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে হু হু করে কাঁদতে লাগল নদী। পৃথিবীর কেউ টের পেল না, শরীরের ভেতর অনেক অসুখ নিয়েও একটি মেয়ে একটি যুবকের জন্যে কাঁদছে।

কথা দিয়ে যুবকটি আজ তাকে দেখতে আসেনি।

লনে পঞ্চাশ-ষাটজন নারী-পুরুষ। দুজন চারজনের একেকটা দল হয়ে কথা বলছে তারা। বেশির ভাগ কথাই হচ্ছে ইংরেজিতে।

প্রত্যেকের হাতেই গ্লাস ছিল। সুন্দর, দামি একেকটা গ্লাস। এত স্বচ্ছ গ্লাসগুলো আবছা আলো-আঁধারিতেও গ্লাসের ভেতরকার রঙিন কিংবা জলরঙের পানীয় দিব্যি চোখে পড়ে।

সেই লনে আইভি আপা ঢুকলেন অলির হাত ধরে।

হাত ধরা মুহূর্তে অলির একটু অস্বস্তি হয়েছিল। আর আইভি আপার হাত এত নরম, এত কোমল যে, স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের খুব ভেতরে, গোপন কোন কক্ষের বন্ধ দরোজায় যেন নক করেছিল কেউ।

অলি একটু কেঁপে উঠেছিল। চমকে উঠেছিল। মুহূর্তের জন্যে নদীর কথাও মনে পড়েছিল তার।

তবুও আইভি আপার কথা অনুযায়ী অলি খুব শক্ত স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করল। স্মার্ট ভঙ্গিতে সে নিজেও বেশ শক্ত করে ধরল আইভি আপার হাত। তারপর অনায়াসে লনের ভিড়ে ঢুকে গেল।

আইভিকে দেখেই বেশ একটা গুঞ্জণ শুরু হয়ে গেল লোকজনের মধ্যে। কোত্থেকে ছুটে এলেন এক বিদেশী দম্পতি। পুরুষটা দেখতে দৈত্যের মতো। লম্বা, স্বাস্থ্যবান। মুখটা ভাঙাচোরা। হাতে গ্লাস। তাতে অর্ধেক গ্লাস পানীয়, কয়েক টুকরো বরফ। ক্রিম কালারের একটা স্যুট পরা ছিলেন তিনি। ভেতরে সাদা শার্ট। গলায় স্যুটের সঙ্গে ম্যাচ করে টাই পরেছেন।

লোকটাকে দেখে ভালো লাগল না অলির। মহিলাটিকে দেখে চোখ ফেরাতে পারল না সে। ছোটখাটো খুবই আকর্ষণীয় শরীর। তীব্র লাল রঙের স্কার্ট পরা সে। লাল রঙটা কখনো অলির পছন্দ নয়। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে মহিলার গায়ের তীব্র লাল রঙের স্কার্ট দেখে অলি এক মুহূর্তে তার প্রাচীন মতটা পাল্টে নিল। তার মনে হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রঙ হচ্ছে লাল। আইভি আপা পরিচয়

করিয়ে দেয়ার আগেই দৈত্যের মতো লোকটা আইভি আপার ডান হাতে হ্যান্ডসেকের ভঙ্গিতে ধরে খুব ঝাঁকাচ্ছিলো। মুখে কেলানো হে হে একটা হাসি তার। তারপর ইংরেজিতে কি বলল সে, অলি তার একটা বর্ণও বুঝতে পারল না। অবাক হয়ে দেখল আইভি আপাও অযথা হে হে করে হাসছেন।

ততক্ষণে আইভি আপার হাতটা ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। আর সঙ্গে মহিলাটি লুফে নিয়েছেন আইভি আপার হাত। তার অন্য হাতে সুন্দর একটা গ্লাস। সেই গ্লাসে জলরঙের পানীয়। টকটক একটা গন্ধও নাকে এলো অলির।

কিন্তু গন্ধটা পাত্তা দিল না অলি। সে মুগ্ধ চোখে বিদেশিনীর দিকে এবং আইভি আপার দিকে তাকাল। মনে মনে মেলানোর চেষ্টা করলো দুজনের মধ্যে কে বেশি সুন্দর।

বিদেশিনীই। তার ঔজ্জ্বল্যের কাছে আইভি আপাকে খুবই সাদামাটা, সাধারণ একটি মহিলা মনে হলো।

পৃথিবীতে যে কত সুন্দরী মহিলা আছেন।

বিদেশিনীর হাত ছেড়ে দিয়ে দৈত্য সাহেবের দিকে তাকালেন আইভি আপা। মিস্টার জন, মিট মাই ফ্রেন্ড অলি।

দৈত্য সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়ালো। সেই হাত ধরে অলি বলল, অলি। উচ্চারণটা বাংলা শব্দের মতো হয়ে গেল। সেটা অলি ম্যানেজ করল বিগলিত একটা হাসি দিয়ে। তারপর মহিলার সঙ্গে হাত মেলাতে হলো অলিকে।

সেই মূল্যবান হাত ধরে অলির মনে হলো মানুষের জীবনে যে দু'চারটে প্রিয় সময় আসে তার একটি এই মুহূর্তে এসে চলে গেল। জীবনের প্রিয় মুহূর্তগুলোর একটি এই মাত্র খরচ করে ফেলল অলি।

বিদেশিনীর গভীর সুন্দর নীল চোখের অনেক ভেতরে তাকিয়ে, মাথাটা খানিক নুইয়ে অলি চমৎকার কণ্ঠে উচ্চারণ করল, অলি।

সেই উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে এত মিষ্টি করে হাসলেন মহিলা, অলির মনে হলো এই জীবনে এত সুন্দর হাসি সে আর কখনো দেখেনি।

মানুষ এত সুন্দর করে হাসতে পারে!

ট্রেতে অনেকগুলো গ্লাস সাজানো। গ্লাসে বিভিন্ন রঙের পানীয়। গ্লাসগুলোর পাশে বরফ রঙের নরম কাগজের ন্যাপকিন। একটা মূল্যবান পেয়ালায় বেশ কিছু বরফের টুকরো। এসব নিয়ে একজন বেয়ারা কখন এসে তাদের সামনে দাঁড়িয়েছে অলি খেয়াল করেনি। দৈত্য সাহেব হাতের গ্লাসে চুমুক দেয়ার পর খেয়াল করলো। এবং ভেতরে ভেতরে চমকালো। এখুনি তো পান করতে হবে। জীবনে প্রথমবার।

নদীর কথা মনে পড়ল অলির।

নদী এখন কি করছে?

বিদেশিনীর হাতের গ্লাসের মতো একটা গ্লাস যত্ন করে ন্যাপকিন জড়িয়ে তুলে নিলেন আইভি আপা। নিয়ে অলির দিকে তাকালেন। তাকিয়ে কেন যে ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসলেন। আইভি আপার হাসিটা খুবই রহস্যময় মনে হলো অলির।

মিস্টার জন তার গ্লাস শেষ করে অবহেলায় ট্রেতে রাখলেন। তারপর ন্যাপকিন জড়িয়ে ঠিক আগের মতোই একটা তুলে নিলেন।

তখুনি বিদেশিনী তাকাল অলির দিকে। সেই গভীর নীল চোখ দেখে অলি আবার বললেন, নাও অলি।

সঙ্গে সঙ্গে বিদেশিনী বলল, প্লিজ।

আইভি আপার কথাটা কানে লাগেনি অলির। লাগল বিদেশিনীর প্লিজ কথাটা।

মিস্টার জনের মতো একটা গ্লাস, ন্যাপকিনে জড়িয়ে এমন ভঙ্গিতে হাতে নিল যেন প্রতিটি সন্ধ্যা এরকম অজস্র গ্লাস হাতে নিয়ে কাটে।

অলিকে গ্লাস হাতে নিতে দেখেই নিজের গ্লাসটা শূন্যে তুলল বিদেশিনী। তার দেখাদেখি তুললেন মিস্টার জন, আইভি আপা। সব শেষে তুলল অলি।

বিদেশিনী সে রকম মিষ্টি হেসে বলল, চিয়ার্স।

অলি মন্ত্রমুগ্ধের মতো বলল চিয়ার্স।

ঘরে ঢুকে মা দেখেন নদী দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে। তিনি যে ঘরে ঢুকলেন নদী টেরই পেল না। খানিক দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। তারপর ডাকলেন, নদী।

নদী সাড়া দিল না।

মা আবার ডাকলেন, নদী।

নদী সাড়া দিল না।

মা আবার ডাকলেন, নদী, তোমার কি হয়েছে?

নদী তবুও কথা বলল না। মুখ ফেরালো না।

এবার ভেজা গলায় কথা বলল নদী।

কিছু হয়নি মা।

নদীর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে মা বললেন, তাহলে ওঠো।

কেন?

রাত হয়েছে, খাবে না?

না।

কেন?

ভালো লাগছে না।

ভালো না লাগলেও রাতের বেলা খেতে হয়। না খেয়ে সারারাত থাকবে। শরীর তাহলে আরো খারাপ হয়ে যাবে।

হোক।

ছিঃ মা অমন করে না। ওঠো।

একরাত না খেয়ে থাকলে কি হবে?

ভাত না খেলে তো ওষুধ খেতে পারবে না।

আমি আজ ওষুধ খাব না।

কি বলছো! তোমার ডাক্তার চাচা ওষুধ দিয়ে গেলেন। বাবা গিয়ে অতোগুলো ওষুধ নিয়ে এলেন!

কাল থেকে খাবো। বলেই মায়ের দিকে মুখ ফেরালো নদী।

মা আদুরে গলায় কিছু একটা বলতে গিয়ে নদীর দিকে তাকালেন। তাকিয়ে চমকে উঠলেন। নদীর চোখ দুটো অমন ফোলা দেখাচ্ছে কেন!

মা উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, নদী তোমার চোখ দুটো অমন ফোলা ফোলা দেখাচ্ছে কেন?

কেমন?

ফোলা ফোলা। লাল।

এমনি।

খানিক নদীর চোখের দিকে তাকিয়ে মা বললেন, কি হয়েছে নদী?

নদী ম্লান হেসে বলল, কিছু না তো!

তারপর বিছানায় উঠে বসল নদী। চাদরটা ভালো করে জড়ালো গায়ে। মা বললেন, তুমি কেঁদেছো কেন নদী?

নদী চোখ তুলে মার দিকে তাকালো। তাকিয়ে রইল। সেই ফাঁকে মা দেখতে পেলেন নদীর চোখ জলে ভরে আসছে।

মা বললেন, কি হয়েছে নদী?

নদী হঠাৎ করে দু'হাতে মার গলা জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে ফেলল। আমাকে কথা দিয়ে অলি কেন এলো না! কেন এলো না!

অলি বেশ একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। ইতিমধ্যে তিনটি হয়ে গেছে তার। লারজ। তবুও সম্পূর্ণ মাতাল হয়ে ওঠেনি সে। আর জীবনে যেহেতু কখনো খাওয়া হয়নি, আজই প্রথম, সুতরাং অনেক বিখ্যাত মাতালের মতো, জীবনের প্রথম দিন অবলীলায় গ্লাস শেষ করছে অলি।

অবশ্য আইভি আপা তাকে সাহায্য করে যাচ্ছেন। অলির সঙ্গে সঙ্গেই আছেন তিনি। প্রথম গ্লাসটি নিয়ে চুমুক দেয়ার সময় একটু খারাপ লেগেছিল অলির। মিস্টার জন আর সেই সুন্দরী বিদেশিনী, পরে অলি যার নাম জেনেছে, পেট্রা সামনে ছিল বলে মুখটা বিকৃত করতে পারেনি অলি। তাহলে ওরা বুঝে যেতেন আজকের আগে এই দ্রব্য কখনো মুখে দেয়া হয়নি অলির।

কিন্তু আইভি আপা যা বোঝার বুঝে গিয়ে ছিলেন। ওঁদের সামনেই চোখ ইশারায় তিনি অলিকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, আস্তে খাও।

ওদের সামনে তারপর গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে ছিল অলি। আর মুখে দেয়নি।

খানিক পরই মিস্টার জন আর পেট্রা তাদের অন্য গেস্টদের দিকে এগিয়ে গেলেন। অলি আর আইভি আপা একা।

আইভি আপা বললেন, অন রকস খেয়ো না।

মানে?

আইভি আপা হেসে ফেললেন। তোমার হুইস্কি আর কয়েক টুকরো বরফ আছে। জিনিসটা স্ট্রং। তুমি টাল করে খাও।

টাল কথাও বুঝতে পারল না অলি। আইভি আপার মুখের দিকে তাকালো।

আইভি আপা যা বোঝার বুঝে গেলেন। নিজের গ্লাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে বললেন, প্লেন ওয়াটার গ্লাসটা ভরে নাও। তাহলে খেতে বেশ লাগবে এবং খেতেও পারবে প্রচুর। কোন অসুবিধা হবে না।

অলি বলল, ও।

আইভি আপা বললেন, অবশ্য তুমি যদি প্রচুর খেতে চাও।

প্রচুর খাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এই একটাই শেষ করতে পারব কিনা কে জানে!

পারবে।

দাঁড়াও আমি ব্যবস্থা করছি।

ট্রে হাতে একটা বেয়ারা ঘুরঘুর করছিল অলিদের আশেপাশে। আঙুলে চুটকি বাজিয়ে তাকে ডাকলেন আইভি আপা।

বেয়ারা ছুটে এলো। ইয়েস ম্যাডাম।

সাহেবের গ্লাসটা নিয়ে যাও। প্লেন ওয়াটার দেবে। ভরে দেবে।

ওকে ম্যাডাম।

আর শোন, এরপর শুধু তুমিই সাহেবকে সার্ভ করবে। গ্লাস ভরে প্লেন ওয়াটার দেবে।

তারপর একে একে কোন ফাঁকে যে তিনটে গ্লাস শেষ করে ফেলল অলি, টেরই পেল না।

প্রথম গ্লাসটি শেষ হওয়ার পর, খালি হাতে আইভি আপার সঙ্গে ঘুরছে সে। পরিচিত প্রত্যেকের সঙ্গে অলির পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন আইভি আপা। প্রত্যেকের কাছে বলেছেন, আমার বন্ধু অলি।

কিন্তু একজন লোক শুধু বন্ধু কথাটা শুনে খুশি হতে পারল না। নাম আহাদ। খুবই চনমনে স্বভাবের লোক এবং পার্টিতে আসার আগে আইভি আপা তার পেছনে লাগা কিছু লোকের কথা বলেছিলেন, আইভি আপাকে দেখে আহাদ নামের লোকটার অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস দেখে অলি বুঝে গেল মক্কেল একটা পাওয়া গেছে।

খেলার জন্যে ভেতরে ভেতরে প্রস্তুত হয়ে গেল অলি।

আহাদ বললেন, মিস আইভি, আমিও তো আপনার বন্ধু।

তা তো বটেই। আইভি আপা হাসলেন।

আহাদ জড়ানো গলায় বললেন, বন্ধু না। বলুন, বন্ধু না!

নিজের গ্লাসে ছোট্ট করে চুমুক দিয়ে আইভি আপা বললেন, ড্রাংকড হয়ে গেছেন?

কথাটা বোধহয় প্রেস্টিজে লাগল আহাদের।

আইভি আপার কথায় দুটো ব্যাপারই বন্ধ হয়ে গেল আহাদের। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গ্লাসে লম্বা করে একটা চুমুক দিলেন। তারপর চোখ টেনে আইভি আপার দিকে তাকালেন এবং হঠাৎই হো হো করে হেসে উঠলেন। আমার সম্পর্কে দেখি আপনার কোন ধারণা নেই!

আছে।

তাহলে কি করে বলছেন আমি ড্রাংকড!

বোঝা যাচ্ছে।

আহাদ আবার হাসলেন। আমাকে আপনি কতদিন ধরে চিনেন মিস আইভি?
বেশ অনেক দিন হলো।
খেতে দেখছেন কতদিন?
কম দিন নয়।
তাহলে কথাটা উথড্র করেন।
কেন?
আমি মাতাল নই।
আহাদের কথা শুনে বেশ মজা পাচ্ছিল অলি। সে অবশ্য শুনেছে মাতালদের মাতাল বললে তারা খুবই মাইন্ড করে। আহাদের ও রকম একটা ব্যাপার হচ্ছে। তিনি মাতাল বলেই, মাতাল হয়ে গেছেন কথাটা মেনে নিতে পারছেন না।
ব্যাপারটা সামলানোর চেষ্টা করল অলি। সে হাসি হাসি মুখ করে বলল, আইভি-আপা হয়তো...
কথাটা শেষ হওয়ার আগেই আইভি আপা অলির একটা হাত ধরে একটু চাপ দিলেন। অলি তার দিকে তাকালো। মুহূর্তে সে চমৎকার ভঙ্গিতে বলল, মিস্টার আহাদ, আইভি আপনার সঙ্গে জোক করেছে।
শুনে তেড়ে উঠল আইভি। হোয়াট? অলি বলল, ইয়েস, তুমি জোক করেছো।
আইভি আপাকে তুমি বলতে অলির একদম মুখে আটকালো না। বরঞ্চ আইভির দিকে তাকিয়ে সে আরেকটা সাহসের কাজ করল। চোখ টিপে দিল।
দেখে হেসেই ফেলল আইভি।
অলি বলল, ডোন্ট টেক ইট আদার ওয়াইজ, মিস্টার আহাদ।
আহাদ বলল, কিন্তু আমি আপনাকে ঠিক...
অলি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আপনার সঙ্গে এইমাত্র আমার পরিচয় হয়েছে। আমার নাম অলি। আমি আইভির বন্ধু।
অলির হাত ধরে আহাদ বললেন, গ্লেড টু মিট ইউ।
তারপর আইভির দিকে তাকালেন আহাদ।
মিস আইভি, অলি সাহেব কি আমাদের মতোই বন্ধু আপনার?
আইভির ঠোঁটের কোণে রহস্যময় একটা হাসি ফুটে উঠল। নো, নট লাইক দ্যাট।
তাহলে?
অলির সঙ্গে আমার এনগেজমেন্ট হয়ে গেছে।
তাই নাকি? গুড নিউজ!
হ্যাঁ।

বিয়ে কবে?

খুব শীঘ্রই।

শুনে অলির বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। নদীর কথা মনে পড়ল তার। অলি মনে মনে তিনবার বলল, নদী, আমার নদী।

কথাটা ততোক্ষণে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। অলি-আইভির চারপাশে একটা ভিড় জমে গেছে। একে একে অনেকের সঙ্গে হাত মেলাতে হলো অলিকে। কিন্তু আচরণে বিন্দুমাত্র অস্বস্তির ভাব নেই তার। মুখে স্মার্ট একটা হাসি ঝুলিয়ে রাখল সে। আর আড়চোখে খেয়াল করল চারপাশের প্রতিটি পুরুষ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে তাকে। প্রত্যেকের চোখে তীব্র ঈর্ষার ছায়া ফেলছে।

দেখে ভেতরে ভেতরে মজা পেল অলি।

ফরিদ নামের একজন বলল, মিস্টার অলি, কোথায় আছেন আপনি? এসব প্রশ্নের কোন উত্তর আইভি আপা শিখিয়ে দেননি অলিকে। প্রশ্নটা শুনে ভেতরে নিশ্চয়ই চিন্তিত হলেন তিনি। কিন্তু অলি তার দুশ্চিন্তা মুহূর্তে কাটিয়ে দিল। বলল, ধানমণ্ডিতে। কামাল নামের একজন বলল, বিজনেস করেন?

আইভি কিছু বলতে যাবে, তার আগেই অলি বলল, হ্যাঁ।

রফিক নামের অন্য একজন বলল, কিসের বিজনেস আপনাদের?

অলি হেসে বলল, খুবই ছোটখাটো বিজনেস আমাদের। ছ-সাতটা অয়েল ট্যাংকার আছে। আর সামান্য শিপ ব্রেকিং করি। চিটাগাংয়ে একটা ডকইয়ার্ড আছে। গত মাসে একটা জাহাজ এসেছে জাপান থেকে। আট কোটির মতো খরচ পড়েছে।

শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল লোকগুলো।

আইভির মুখের দিকে তাকিয়ে অলিকে দেখতে পেল, ঠোঁটের কোণে রহস্যময় হাসি তার।

আহাদ বললেন, মিস্টার অলি, আপনার গ্লাস কই?

অলি মৃদু হেসে সেই বেয়ারাটাকে খুঁজলো। কাছেই ছিল লোকটা।

অলি তার দিকে তাকাতেই ছুটে এলো। ট্রেতে অলির জন্যে তৈরি ছিল একটা ভরা গ্লাস। অলি গ্লাসটা তুলে নিল।

তারপর বেশ বড়ো একটা চুমুক দিল। এবার জিনিসটা খারাপ লাগলো না অলির। তার মনে হলো সে পারবে। সারারাত এই ভাবে খেয়ে যেতে পারবে।

আইভি ফিসফিস করে বলল, অলি তুমি একদম আমার মনের মতো।

বাবা বললেন, নদীর কি হয়েছে?

তিনি কাৎ হয়ে বিছানায় শুয়েছিলেন। খানিক আগে রাতের খাবার খেয়েছেন। এখন বিছানায় কাৎ হয়ে সিগ্রেট টানছেন।

মা ঢোকার পরই প্রশ্নটা করলেন তিনি। নদীর কি হয়েছে?

কথাটার জবাব দিলেন না মা। নদী খাবার টেবিলে এলো অনেকটা দেরি করে। চোখ দুটো কি রকম ফোলা ফোলা। টেবিলে বসার আগে বাথরুমে ঢুকে অনেকটা সময় কাটাল নদী। তারপর যখন বেরিয়ে এলো মুখ দেখে বোঝা গেল অনেকক্ষণ ধরে চোখে-মুখে পানি ছিটিয়েছে সে।

খেতে খেতে বাবা বলেছিলেন, নদী, তোমার কি শরীর খুব খারাপ লাগছে?

খাবার প্লেটে হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করছিল নদী। মুখে দিচ্ছিল না। মুখটা নিচু করা।

বাবার প্রশ্নেও মুখ তোলেনি নদী। প্লেটের দিকে মুখ রেখে আস্তে করে বলেছিল, না।

মা তখনো কোন কথা বলেননি। মুখটা গম্ভীর ছিল তার। দুজনের ওপর দিয়েই চোখ ঘুরিয়ে এনেছিলেন বাবা। তারপর কি বুঝে আর কোন কথা বলেননি। নিঃশব্দে খাবার শেষ করে নিজের রুমে ঢুকেছেন।

নদী তখনো খাবার নাড়াচাড়া করছিল। মুখে দিচ্ছিল না।

বাবা রুমে আসার অনেকক্ষণ পর এলেন মা। তখুনি প্রশ্নটা করলেন বাবা।

মা কোন জবাব দিচ্ছেন না দেখে কথাটা ঘুরিয়ে দিলেন বাবা, নদী খেয়েছে।

হ্যাঁ।

ভাল করে খেয়েছে তো?

কি জানি।

সিগ্রেটের ছাই ঝেড়ে বাবা বললেন, আমি খাবার শেষ করে আসার সময়ও দেখলাম নদী খাবার মুখে দেয়নি। নাড়াচাড়া করছে।

ও তো প্রায়ই এমন করে।

যেন ব্যাপারটা বাবা জানেনই না এমন স্বরে বললেন, ও।
মা কোন কথা বললেন না। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে অযথা চিরুনি বুলাতে লাগলেন মাথায়।
বাবা বললেন, ওষুধ খাইয়েছো?
না, বুয়াকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি।
বাবা অবাক হয়ে বললেন, মানে?
মানে আবার কি।
না আমি বলছিলাম, নদীর ওষুধ তো সব সময় তুমিই খাইয়ে দাও।
আর কতদিন আমাকে খাইয়ে দিতে হবে।
কি বলছো?
ঠিকই বলছি। নদী এখন আর কচি খুকি না।
শুনে হেসে ফেললেন বাবা।
মা বলেন, নদী বড়ো হয়েছে।
তাতে কি হয়েছে?
অতো বড়ো মেয়েকে ওষুধ খাইয়ে দিতে হবে কেন? এখন থেকে তার নিজের কাজগুলো নিজেরই করা উচিত।
আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না রেহানা।
না বোঝার কি হলো?
আমাদের একটা মাত্র মেয়ে। মেয়েটা অসুস্থ। তার প্রতি আমাদের একটু নজর রাখতে হবে না।
নজর রাখছি না বলতে চাও?
না না তা বলছি না।
সিগ্রেটটা এশট্রেতে গুঁজে রাখলেন বাবা।
মা বললেন, চব্বিশ ঘন্টাই তো মেয়েটার পেছনে লেগে আছি আমি।
তা তো দেখতেই পাচ্ছি।
চিরুনিটা রেখে বাবার পাশে এসে বসলেন মা।
বাবা বললেন, তোমাকে একটা কথা বলব রেহানা?
বলো।
তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে কোন কারণে নদীর ওপর রেগে আছো তুমি। মৃদু হেসে মা বললেন, কেন এরকম মনে হলো তোমার?
আজকের আগে নদীর ব্যাপারে তোমাকে কখনো এতটা উদাস দেখিনি আমি।
মা চুপ করে রইলেন।

বাবা বললেন, বরং আমার চেয়ে নদীর ব্যাপারে তুমিই বেশি উদ্বিগ্ন থাকো।
শোন, আমার মনে হয় নদীর আসলে কোন অসুখ নেই।
কথাটা শুনে বাবা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। কি বলছো?
ঠিক বলছি।
কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। মেয়েটা এতকাল ধরে অসুস্থ। দু'বার এটেম্প নিয়ে বিএ পরীক্ষা দিতে পারল না। একটা মুহূর্ত দেখি না স্বাভাবিক মানুষের মতো চলাফেরা করছে। খাবারের চেয়ে বেশি ওষুধ খেতে হচ্ছে। শরীরটা রোগা। মুখটা চিরকালীন অসুস্থ মানুষের মতো। ডাক্তাররা পর্যন্ত নদীর ব্যাপারে চিন্তিত।
আমার মনে হয় অসুখটা ওর শরীরের নয়।
উত্তেজনায় উঠে বসলেন বাবা। তাহলে?
অসুখটা আসলে ওর মনের।
আজ হঠাৎ এরকম মনে হচ্ছে কেন তোমার?
কারণ আছে।
কি কারণ?
কারণটা হচ্ছে অলি।
অলি আবার কি করল!
বুঝতে পারছ না?
না।
তোমার এখনো বুদ্ধিশুদ্ধি হলো না। ওই বয়সী দুটি ছেলেমেয়ে। বাবা গম্ভীর গলায় বললেন, এতটা তো আমি কখনো ভাবিনি। আজ কেমন করে বুঝলে?
ডাক্তার সাহেব যখন নদীর সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন নদীর একটা টেলিফোন এসেছিল, মনে আছে তোমার?
হ্যাঁ হ্যাঁ।
টেলিফোনটা ছিল অলির।
তাই নাকি?
হ্যাঁ, অলি বোধহয় প্রায়ই টেলিফোন করে নদীকে। আজ টেলিফোন করে বলেছিল আসবে।
তারপর?
আসেনি। সেই নিয়ে তোমার মেয়ের মন খারাপ। কেঁদে চোখ-মুখ ফুলিয়ে ফেলেছে। আমি গিয়ে অনেক ডাকাডাকির পর উঠল সে। মুখ দেখেই বুঝতে

পেরেছিলাম কেঁদেছে। জিজ্ঞেস করতেই দু'হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না। আমাকে কথা দিয়ে অলি কেন এলো না!

বাবা ফ্যালফ্যাল করে মার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মা বললেন, আমি আগেও দেখেছি অলি যতক্ষণ কাছাকাছি থাকে তখন নদীকে দেখে কেউ বুঝতে পারবে না এই মেয়ের শরীরে কোন অসুখ আছে। দিব্যি হাসছে কথা বলছে, এমনকি ছুটোছুটি পর্যন্ত করতে দেখা যায় তাকে।

সব শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বাবা। কথা বললেন না।

অলি খুব চনমনে গলায় বলল, আইভি, আমি আর একটু খাই।

আইভি ভারি গলায় বলল, ক'টা খেয়েছো খেয়াল আছে?

কেন থাকবে না?

বলো তো ক'টা?

চারটা।

না।

তাহলে?

এই নিয়ে পাঁচটা হলো।

যা। অলি খুব মিষ্টি করে হাসল।

আইভি খেয়াল করে দেখল অলির চোখে হালকা লালচে একটা আভা পড়েছে। নেশা মাত্র জমে ওঠার মুহূর্তে মানুষের মধ্যে হঠাৎ করে যে চনমনে ভাবটা আসে, সেই ভাবটা এসে গেছে অলির। প্রথম প্রথম আইভিকে তুমি বলতে আটকাচ্ছিলো। আইভি সঙ্গে সঙ্গে তার হাত ধরে থামিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু তারপর থেকে নির্দ্বিধায় আইভিকে তুমি করে বলছে সে। যখন তখন কাঁধে হাত দিচ্ছে। জড়িয়ে ধরছে। পার্টির লোকজন একদম কেয়ার করছে না।

ব্যাপারটা খারাপ লাগছে না আইভির। সে তো এই চেয়েছিল। তাছাড়া আর একটা ব্যাপার অলি কি চমৎকার ম্যানেজ করল। আইভির ভক্তরা যখন অলির সঙ্গে পরিচিত হতে এলো, আগে আইভি কিছু শিখিয়ে দেয়নি, তবুও আইভির স্ট্যাটাস মেন্টেইন করে, আইভির হবু স্বামীর কি ধরনের বিজনেস থাকতে পারে সে সবের ওপর বানিয়ে বানিয়ে এমন একটা ব্যাপার দাঁড় করালো, এমন কিছু কথা বলল, শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল আইভি। মনে মনে বলল, থ্যাংকস লট অলি। আমি এই চেয়েছিলাম।

এবং মনে মনে সেই মুহূর্তে অলির বুঝি প্রেমেও পড়ে গেল সে।

তারপর একে একে কেটে পড়েছে লোকগুলো। তাদের চলে যাওয়ার ভঙ্গি দেখে আইভি বুঝতে পেরেছে, আহা বুক ভরা ঈর্ষা নিয়ে ফিরে গেল ওরা।

আইভি মনে মনে হেসেছে। যাক আজ থেকে কিছু ব্যাপারে মুক্ত হয়ে গেল সে। অলি তাকে মুক্ত করে দিল।

তারপর অবশ্য আহাদরা আর আইভির সামনে ভিড়েনি। অলির হাত ধরে, এই এত লোকজনের মধ্যেও দুজনে একাকী ঘুরে বেড়িয়েছে ওরা। আইভির হাতে স্যাম্পেনের গ্লাস। অলির হাতে হুইস্কি।

কেউ ওদের সামনে আসেনি।

তবে দূর থেকে অলি-আইভির ব্যাপারে কথা বলতে ছাড়েনি ওরা। আইভি স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে, কে একজন বলল, ভালো জিনিস ম্যানেজ করেছে আইভি। আরেকজন বলল, হ্যাঁ তা করেছে। হেভি মালদার পোলা।

আরেকজন বলল, কোটি কোটি টাকার মালিক। কি করে ম্যানেজ করল আইভি?

প্রথমজন বলল, আইভির বোধহয় ম্যানেজ করতে হয়নি।

তাহলে?

ছোকড়াটা বোধহয় নিজেই এসে জুটেছে।

হতে পারে। আইভির মতো এত সুন্দর মেয়ে। ছোকড়ার নিশ্চয় আইভিকে দেখেই মাথা ঘুরে গেছে।

তবে ছোকড়াটাও হ্যান্ডসাম আছে। চমৎকার পেয়ার হয়েছে।

কিন্তু ছোকড়ার বয়স খুবই কম।

হ্যাঁ, টাইমলি বিয়ে হলে ওর সমান ছেলে থাকত আইভির।

শুনে হো হো করে হেসে উঠল সবাই।

কথাটা বুঝি অলিও শুনেছিল। আইভির দিকে তাকিয়ে অলি বলল, কি বলছে শালারা?

অলির মুখে গালাগাল শুনে হেসে ফেলল আইভি। রাস্কেলগুলো তোমাকে সহ্য করতে পারছে না।

আইভির কানের কাছে মুখ এনে অলি ফিসফিস করে বলল, আমার কিন্তু খুব ভাল লাগছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, খুব।

তবে তুমি আর খেয়ো না।

কেন?

ড্রাংকড হয়ে যাবে।

না হব না।

আজ তুমি প্রথম খাচ্ছো।

তাতে কি?
ড্রাংডস্ হয়ে গেলে তোমাকে নিয়ে আমি মুশকিলে পড়ে যাব।
তা পারবে না।
পড়ব। তুমি বুঝতে পারছো না।
পারছি। তুমি বিশ্বাস করো আমি যে ড্রিংক করছি মনেই হচ্ছে না।
এরকম মনে হতেই নেশা হয়ে যায়।
আমার হবে না। হলে আমি বুঝতে পারব। তখন নিজেই থামিয়ে দেব, দেখো।
আইভি মুগ্ধ চোখে অলির দিকে তাকালো। তুমি খুব চমৎকার ছেলে অলি। রিয়েলি। তুমি যা চেয়েছো।
কথাটা শেষ করতে পারল না অলি। আইভি বলল, তুমি চমৎকারভাবে সব করেছো।
অলি কোন কথা বলল না। গ্লাসে অল্প হুইস্কি ছিল, এক চুমুকে শেষ করে দিল।
আইভি বলল, সিগ্রেট ধরাও অলি।
তুমি খাবে?
তুমি ধরাও। ওখান থেকেই খাব।
আইভির দেওয়া ডানহিলের প্যাকেট আর লাইটার বের করল অলি।
সিগ্রেট ধরালো।
দেখে আইভি অবাক হয়ে ভাবল, অলি কি তার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলেছে। আজকের আগে সে কখনো খায়নি! তাহলে জেনুইন ড্রাংকারদের মতো অবলীলায় একেকটা গ্লাস শেষ করেছে কেমন করে? এবং মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে না সে অতোটা হুইস্কি অলরেডি খেয়েছে।
আইভি বলল, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব অলি?
করো।
তুমি কি আমার সঙ্গে মিথ্যে বলছো?
না তো!
তারপর একটু থেমে, সিগ্রেট টান দিয়ে অলি বলল, তোমার এ কথা মনে হলো কেন?
নিজের গ্লাসে ছোট্ট করে চুমুক দিয়ে আইভি বলল, তোমার খাওয়া দেখে মনে হলো।
মানে?
খাওয়া দেখে বিশ্বাস হয় না তুমি আজ প্রথম খাচ্ছো।

ও, এই কথা? অলি হেসে ফেলল। একটা হাত বড়ো মায়ামমতায় রাখল আইভির গালে। তোমাকে ছুঁয়ে বলছি, আজকের আগে আমি কখনো খাইনি। কখনো না। কখনো না।

অলির হাতের স্পর্শে কি ছিল কে জানে, আইভি নিজের একটা হাত রাখল অলির হাতের ওপর। তারপর ফিসফিসে গলায় অলি বলল, তুমি কি খাচ্ছো?

স্যাম্পেন।

তোমার গ্লাস থেকে আমি একটু খাই।

খাওয়া ঠিক হবে না।

কেন?

ককটেল হয়ে যাবে। তীব্র নেশা হবে।

দেখো, আমার হবে না।

সিগ্রেটটা আইভির হাতে দিয়ে আইভির গ্লাসটা নিল অলি। নিয়ে এক চুমুকে গ্লাসটা খালি করে দিল। দেখে সিগ্রেট টান দিতে ভুলে গেল আইভি।

ঘরে নীল রঙের ডিম লাইট জ্বলছে। খানিক আগে বুয়া এসে তিন-চার রকমের ট্যাবলেট-ক্যাপসুল ইত্যাদি খাইয়ে গিয়েছে নদীকে। ওষুধ খাওয়ার পর নদীকে রোজ রাতে খেতে হয় এক গ্লাস দুধ। আজও খেতে হলো।

কিন্তু একটা ব্যাপারে নদী খুবই অবাক হয়েছে। রোজ রাতে তার এই কাজগুলো মা নিজ হাতে করেন। একের পর এক ওষুধ খাওয়ান নদীকে। তারপর দুধের গ্লাসটা ধরিয়ে দেন নদীর হাতে। নদী যতক্ষণ দুধটা শেষ না করে ততক্ষণ নড়েন না মা। নদীর পাশে বিছানায় বসে থাকেন।

দুধ খাওয়া হলে মা নিজ হাতে রুম স্প্রে করে দেন নদীর রুমে। নদী ততক্ষণে বিছানায়, গরম কাল নেই, শীতকাল নেই চাদর গায়ে শুয়ে পড়ে। লাইট অফ করে নীল ডিম লাইট জ্বেলে দেন মা। তারপর নদীর মাথায় একটু হাত বুলিয়ে, আদর করে, কপালে চুমু খেয়ে চলে যান। আজ সেসবের কিছুই হলো না। কাজগুলো সব করে দিয়ে গেল বুয়া।

জীবনে প্রথমবারের মতো রাতে ঘুমুবার আগে মায়ের আদরটা পেল না নদী। চুমুটা পেল না কেন? মা কেন আজ অমন করলেন! খাবার টেবিলে বসেই নদী টের পেয়েছিল মা গম্ভীর হয়ে আছেন। একবারও নদীর দিকে তাকাননি। একবারও নদীকে বলেননি, কি হলো খাচ্ছো না কেন নদী!

প্রতি দিনকার মতো একবারও কোন খাবার এগিয়ে দেননি নদীর দিকে। কেন? কেন নদী আজ কি এমন অপরাধ করে ফেলেছে?

বিছানায় শুয়ে এসব ভাবে নদী। ঘুম আসে না। ঘুম অবশ্য কখনো খুব সহজে আসে না নদীর। যেটুকু ঘুম নদীর হয় সেটাও স্বাভাবিক ঘুম নয়। ওষুধের গুণে আবছা একটা তন্দ্রার ঘোরে প্রতিটি রাত কাটে নদীর। আজও সেসব ওষুধ খাওয়া হয়েছে। তবুও তন্দ্রার ভাবটা টের পাচ্ছে না নদী। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে কি ভাবছে নদী। কার কথা!

অলির! মায়ের।

কথা দিয়ে অলি আজ এলো না কেন! অলি এলো না বলেই তো তার আজ মন খারাপ ছিল। কিচ্ছু ভাল লাগেনি। মা যখন অমন করে জিজ্ঞেস করলেন, নদী আর কি করবে! হাউমাউ করে কেঁদে ফেলেছে। অলির কথা মাকে বলে দিয়েছে।

কি করবে! অলিকে নিয়ে মিথ্যে কথা যে বলতে পারে না নদী। অলির কথা শুনেই বোধহয় গম্ভীর হয়ে গেছেন মা। অলি এই বাড়িতে আসে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নদীর সঙ্গে কথা বলে। কই কখনো তো কেউ কিছু ভাবেনি!

আজ অলির কথা বলায় মা তাহলে অতো গম্ভীর হয়ে গেলেন কেন? নিশ্চয় মা তাহলে বুঝে গেছেন নদী অলিকে ভালোবাসে।

বুঝুক গিয়ে। দরকার হলে নদী চেঁচিয়ে পুরো পৃথিবীকে জানিয়ে দেবে, আমি অলিকে ভালোবাসি। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে নদী মনে মনে বলল, অলি, তোমার কথা আমি সবাইকে বলে দেব। দেখো।

আইভি বলল, তোমার খিদে পায়নি অলি?

অলি জড়ানো গলায় বলল, না।

বলো কি?

সত্যি। বলেই গ্লাসে চুমুক দিল অলি। তারপর বলল, তোমার গ্লাস কোথায় আইভি?

আমি আর খাব না।

কেন?

তিনটে স্যাম্পেন খাওয়া হয়েছে। আর নয়।

কি বলো!

আর খেলে নেশা হয়ে যাবে।

হোক।

ড্রাইভ করতে পারব না।

না পারলে।

যাহ, তোমাকে পৌঁছে দিতে হবে না!

কোথায়?

তোমার কোন সিক বন্ধুকে নাকি দেখতে যাবে?

আইভির ঠোঁটের কোণে সেই রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল। হাসিটা চোখে পড়ল না অলির। সে খুবই অবাক গলায় বলল, সিক বন্ধু মানে?

আরে তুমিই না বললে তোমার কোন বন্ধু খুবই সিক। যত রাতই হোক তাকে তুমি দেখতে যাবে!

যাহ। অলি হো হো করে হেসে উঠল। কখন আবার এসব বললাম তোমাকে!

আইভি গম্ভীর গলায় বলল, বলেছো।

সত্যি?

সত্যি।

দাঁড়াও তো একটু ভেবে দেখি।

অলি খুবই গম্ভীর মুখে খানিক কি ভাবল। কিন্তু জীবনে এই প্রথম নদীর কথা তার মনে পড়ল না।

আইভির চোখের দিকে তাকিয়ে অলি বলল, না ওরকম কথা আমি বলিনি।

আইভি অবাক হয়ে অলির দিকে তাকালো। যা বোঝার বুঝা গেল।

অলি হাত ইশারায় সেই বেয়ারাটিকে ডাকলো। অবস্থা দেখে সঙ্গে সঙ্গে অলির একটা হাত চেপে ধরল আইভি। কঠিন গলায় বলল, না।

কি?

তুমি আর খাবে না।

বেয়ারা ছুটে এসেছিল, আইভি চোখ ইশারায় তাকে চলে যেতে বলল।

তারপর অলিকে বলল, অনেক রাত হয়ে গেছে, এখন চল খেয়ে নিই। তারপর তোমাকে বাড়িতে ড্রপ করে দেব।

আমার বাড়ি মানে?

বাড়ি যাবে না!

অলি এক মুহূর্তে কি ভেবে আইভির কাঁধে একটা হাত রাখল।

আইভিকে টেনে অলি আনল বুকের কাছে। আইভি তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। কোথাও না। আমাকে চলে যেতে বলো না।

আইভি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চলো খেয়ে নিই। খাবার দেয়া হয়েছে। ড্রিংকস বন্ধ। দেখছো না খাবার টেবিলের সামনে, হাতে প্লেট নিয়ে ঘুরছে।

আমার খিদে পায়নি।

ড্রিংকসের পর খেতে হয়। চলো।

অলির হাত ধরে টানল আইভি।

অলি বলল, খেতে পারি তার আগে তুমি বলো–

কি বলব?

তুমি আমাকে চলে যেতে বলবে না।

আইভি হেসে বলল, আচ্ছা বলব না।

বিশাল একটা লোহার গেটের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দু'বার হর্ন দিল আইভি। গাড়িটা দাঁড় করিয়েছে এমন ভাবে, গেট খোলার সঙ্গে সঙ্গেই সাঁ করে গাড়িটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে পারবে সে।

অলি বসেছিল পাশে। মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে রেখেছে। হাতে সিগ্রেট জ্বলছে। সারা রাস্তা একটিও কথা বলেনি সে। একের পর এক সিগ্রেট টেনে গেছে কেবল। তবে নেশাটা বেশ তীব্র হয়েছে অলির। কষ্টে চোখ খুলে রাখতে হচ্ছে তাকে। মাথাটা কি রকম শূন্য লাগছে। শরীরটা অবশ মতো।

কিন্তু বেশ একটা ফুরফুরে ভাব আছে শরীরে। যেন ইচ্ছা করলে শূন্যে উড়াল দিতে পারেবে অলি।

ততক্ষণে বিশাল লোহার গেটটা ঘরঘর শব্দে খুলে গেছে। গাড়িটা বাড়ির ভেতর ঢুকিয়ে ফেলেছে আইভি। তার পর কখন গাড়ি বারান্দায় এনে পার্ক করেছে অলি টের পায়নি।

মুহূর্তের জন্য অলি কি তাহলে ঘুমিয়ে পড়েছিল!

আইভি বলল, নামো।

অ্যাঁ।

নামতে বলছি।

ও।

অলি মাথাটা একটু ঝাঁকি দিল। তারপর সিগ্রেটে টান দিয়ে একবারের চেষ্টায়ই দরোজা খুলে গাড়ি থেকে নামল। নেমে ফ্যালফ্যাল করে চারিদিকে তাকালো। কিন্তু চিনতে পারল না কোথায় এসেছে সে।

আইভি তখনো গাড়ির ভেতর। প্রথমে অলি যে দরোজা দিয়ে নামে সেই দরজাটা লক করল সে। তারপর নেমে চাবি ঘুরিয়ে নিজের দরোজাটি বন্ধ করে হাতে চাবির রিং ঘোরাতে ঘোরাতে অলির সামনে এসে দাঁড়াল।

অলি বলল, এটা কোথায়?

আইভি কথা বলার আগেই দেখা গেল, গাড়ি বারান্দা থেকে চার সিঁড়ি উঠে গিয়ে সুন্দর একতালা বাড়িটার ভেতরে ঢোকার যে চমৎকার কারুকাজ করা বনেদী ধরনের ভারি কাঠের দরোজা সেটা ভেতর থেকে খুলে মধ্য বয়স্কা এক মহিলা বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। ভেতরে উজ্জ্বল আলো জ্বলছিল।

আইভি ঠোঁটে আঙুল তুলে, হিসসসস। এখন কোন প্রশ্ন করো না। পরে বলবো।

কিন্তু মাতালরা প্রশ্ন ভালোবাসে। অলি বলল, পরে বলবে কেন?

আইভি বলল, এসো।

তারপর দুলাফে চারটে সিঁড়ি টপকে ভেতরে ঢুকে গেল। অলি ঢুকল তার পিছু পিছু। চাবি হাতে বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলাটি চোখ তুলে একবার অলিকে দেখল।

আইভি বলল, বুয়া, বাবু ঘুমিয়ে পড়েছে?

জী।

খেয়েছে তো?

জী।

ঠিক আছে, দরজায় তালা লাগিয়ে দাও।

বুয়াটা তবু নড়ল না। চোখ তুলে আইভির দিকে তাকাল। আইভি যা বোঝার বুঝে গেল। বলল, এ হচ্ছে অলি। আমার দূর সম্পর্কের খালাতো ভাই। আমার চেয়ে আট বছরের ছোট। অলি আজ এখানেই থাকবে। বহুদিন পর দেখা হলো তো, আমি নিজেই নিয়ে এলাম।

বুয়া খুব একটা খুশি হলো বলে মনে হলো না। দরজায় তালা লাগাতে লাগলো সে।

আইভি বলল, এসো অলি।

তারপর বুয়াকে বলল, বুয়া আমরা বাইরে থেকে খেয়ে এসেছি।

খাবার লাগাতে হবে না। তুমি শুয়ে পড়ো।

আইভির পিছু পিছু একটা রুমে এসে ঢুকল অলি।

অলি জড়ানো গলায় বলল, কোথায় যাচ্ছো তুমি?

ড্রেসটা পাল্টে আসি।

মানে?

মানে আবার কি। আইভি হেসে ফেলল।

অলি বলল, আইভি এটা কার বাড়ি?

কার বাড়ি মানে?

তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে এসেছো?

ও তুমি এখনো বুঝতে পারোনি?

না।

বলেই ধপ করে একটা সোফায় বসে পড়ল অলি। সোফাটা এত নরম, অলির কোমর অব্দি ডুবে গেল।

অলির মুখের কাছে ঝুঁকে আইভি বলল, তুমি আমাকে বললে আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না।

এজন্যেই তো আমার বাড়িতে তোমাকে নিয়ে এলাম।

তোমার বাড়ি মানে?

আমার বাড়ি মানে আমার বাড়ি।

অলি ফ্যালফ্যাল করে আইভির মুখের দিকে তাকালো। তার চোখ বেশ লাল। আইভি বলল, তোমার খুব নেশা হয়ে গেছে অলি।

না, হয়নি।

হয়েছে। নইলে বুয়ার সঙ্গে কথা বলার সময়ই তুমি বুঝতে বাড়িটা আমার।

তখন আমি খুব আনমনা ছিলাম।

কি ভাবছিলে?

কি যেন ভাবছিলাম। কার কথা যেন আমার খুব মনে পড়তে চাইছিল। কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ল না জানো? আমি এত করে ভাবলাম!

শোন যতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকবে ততক্ষণ আমি ছাড়া আর কারো কথা ভাবতে পারবে না। শুধু আমার কথা ভাববে। আমার কথা।

এ সময় হঠাৎ করে কি হলো অলির। শরীরের অবশ ভাবটা কেটে গিয়ে স্বাভাবিক অবস্থাটা ফিরে এলো। নেশা বলতে বিন্দুমাত্র কিছু এখন আর নেই অলির।

নদীর কথা মনে পড়ল অলির। সন্ধ্যে থেকে আইভি আপার সঙ্গে আছে, মনে পড়ল। প্রচুর মদ খেয়েছে, মনে পড়ল আইভির হবু বর সেজে প্রচুর মিথ্যে কথা বলেছে, আর মনে পড়ল কথা দিয়ে জীবনে প্রথমবারের মতো নদীর কাছে আজ যাওয়া হয়নি।

হায় হায়, নদী নিশ্চয় বিকেল থেকে অলির অপেক্ষায় বসে আছে। ভাত খায়নি, ওষুধ খায়নি। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে।

চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়াল অলি।

আইভি বলল, কি হলো?

আমি চলে যাব।

কোথায়?

বাড়ি।
শুনে হেসে ফেলল আইভি। কি পাগলামো করছো অলি। এত রাতে কেমন করে যাবে?
এখন কত রাত?
ওই যে ঘড়ি দেখ। দেয়ালের দিকে আঙুল তুললো আইভি।
অলি দেখল সোয়া বারোটা বাজে। দেখে হতাশ হয়ে গেল। এত রাতে নদীর কাছে সে কেমন করে যাবে!
তবুও চলে যাবার ইচ্ছেটা বজায় রাখল অলি। খুবই স্বাভাবিক গলায় বলল, আইভি আপা আপনার এখানে রাত কাটানো ঠিক হবে না আমার।
কেন?
নদীর কথা মুখে এসে গিয়েছিল অলির। নদী যদি কখনো জানতে পারে তাহলে নিশ্চয় অলিকে ভুল বুঝবে।
কি ভাববে কে জানে!
অলি অন্য কথা বলল। আপনার হাজব্যান্ড।
কথাটা শুনে সেই রহস্যময় হাসিটা হাসল আইভি। তোমার ভয়ের কারণ নেই।
মানে?
মানে ভদ্রলোক বাড়ি নেই। বলেই ডান হাতের আঙুলে অলির নাকটা, শিশুকে যেমন আদর করে মেয়েরা, তেমন ভঙ্গিতে নেড়ে দিল।
তুমি বসো। আসছি।
কিন্তু দরোজার সামনে গিয়ে আবার ফিরে এলো আইভি। এসে স্পষ্ট গলায় বলল, আপা আপা করছো কেন?
অলি কোন কথা বলল না।
আইভি বলল, আইভি বলবে। তোমার মুখে আমার নামটা বেশ মানায়। তুমি খুব ভালোবেসে ডাকো। অমন করে ডাকো না একবার। ডাকো না গো।
গো শব্দটা শুনে হেসে ফেলল অলি।
আইভি বলল, তোমার নেশা কেটে গেছে?
কিসের নেশা?
বাহ্, এতটা হুইস্কি খেলে!
কই আমি তো কিছু টের পাচ্ছি না।
শুনে চোখ বড়ো হয়ে গেল আইভির। মাই গুডনেস! তুমি তো সাংঘাতিক ছেলে? ছ'পেগ হুইস্কি খেয়ে তোমার কিছু হয়নি! আশ্চর্য!
তাই খেয়েছি বুঝি!

জী স্যার।

তারপর একটু থেমে আইভি বলল, ঠিক আছে দেখা যাবে কত খেতে পারো তুমি।

আমি আসছি।

আইভি চলে গেল।

অলিকে যে রুমটায় বসিয়েছিল আইভি সেটা আসলে ড্রয়িংরুম। লম্বা হলরুমের মতো রুমটা। দুই সেট খুবই দামি সোফা আছে রুমটায়। মেঝেতে ঘাস রঙের মোটা কার্পেট। দরোজা-জানালায় মোটা দামি পর্দা। সিলিংয়ে প্রাচীন আমলের নবাবদের বৈঠকখানা ঘরের মতো একটা ঝাড়বাতি। বাতিটা জ্বলছিল। সেই আলোয় ঘরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে অলি।

ঘরের একপাশে দেয়ালের সঙ্গে চমৎকার কাঠের একটা আলমারি। কোথাও কাচ লাগানো, কোথাও খোলা। কিছু দামি বিদেশী খেলনা সাজানো আছে আলমারীতে। কিছু ইংরেজি পেপার ব্যাক আছে। এক সেট রবীন্দ্র রচনাবলি আছে। আর আছে সিক্স পিসের একটা মিউজিক সেন্টার।

রুমটায় দুটো এয়ারকুলার বসানো। তবুও দুটো সিলিংফ্যানও লাগানো আছে। যখন যেটা প্রয়োজন ব্যবহার করা হয়। একদিকের দেয়ালের শিল্পী কাজী হাসান হাবীবের আঁকা অসাধারণ একটি পেইন্টিং। পেইন্টিংটার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল অলি। বাহ, ভারি সুন্দর ছবি তো! কিন্তু একটা ব্যাপার অলি বুঝতে পারছিল না। সে জীবনে কখনো এক ফোঁটা মদ খায়নি। এমনকি মদের গন্ধ কেমন তাও জানা ছিল না অলির। আজ প্রথম আইভি আপার পাল্লায় পড়ে পুরো ছ'গ্লাস হুইস্কি খেয়েছে সে! খেয়ে বেশ একটা নেশাও হয়েছিল তার। আইভির হবু বর সেজে আইভি ভক্তদের সঙ্গে বানিয়ে বানিয়ে নিজের সম্পর্কে অনেক কথা বলে গেছে।

অলির চরিত্রে এসব নেই। তাছাড়া আইভি তাকে অতো কিছু শিখিয়েও দেয়নি। অলি তাহলে কেমন করে ওসব পারল!

তাছাড়া নদীর কথাইবা সে এই এতটা সময় ভুলে থাকল কেমন করে? নদীকে কথা দিয়ে নদীর কাছে না গিয়েই বা কেমন করে পারল অলি। কে তার কাছে বেশি! আইভি না নদী!

নদী নদী নদী।

তাহলে আইভির কথায় নদীকে ভুলে অলি কেমন করে তার সঙ্গে মদ খেতে চলে গেল। কেমন করে আইভির হবু বর সেজে অতোটা সময় কাটলো। কেন সে জোর দিয়ে বলতে পারলো না, আমার জন্যে অপেক্ষায় আছে আমার নদী। আমি

তাকে কথা দিয়েছি। আমি নদীর কাছে যাব। আপনার সঙ্গে যেতে পারব না। আপনি মাইন্ড করলে করবেন। আপনি আমার কে! আপনি মাইন্ড করলে আমার কি এসে যায়!

কেন অলি এসব পারেনি! কেন সে মদ খেল!

কেন সে আইভির হবু বরের অভিনয় করল!

কেন সে আইভির সঙ্গে রাত কাটাতে চলে এলো আইভির বাড়িতে।

এসব ভেবে ভেতরে ভেতরে ছটফট করতে লাগল অলি। মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল। এ আমি কি করলাম! কি করলাম! নদীকে আমি ঠকালাম! নদীর সঙ্গে মিথ্যাচার করলাম!

নদী হয়তো কখনো এসব কথা জানবে না। তবুও নদীর কাছে আমি তো চিরকাল অপরাধী হয়ে থাকব!

এ আমি কি করলাম! কি করলাম!

রাগে-দুঃখে নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল অলির। দেয়ালের সাথে মাথা ঠুকতে ইচ্ছে করল। ইচ্ছে করল বুকের পাঁজর হিংস্র শাপদের মতো ফুটো করে সেখানে প্রবেশ করায় ডান হাতের পাঁচ আঙুল। তীব্র আক্রোশে চেপে ধরে নিজের হৃদয়। এসবের কিছুই করা হয় না। তার আগেই ড্রইং রুমে এসে ঢোকে আইভি। তার এক হাতে বিশাল একটা ফ্ল্যাক্স। অন্য হাতে দু'আঙুলে কায়দা করে ধরা দুটো গ্লাস আর একটা হুইস্কির বোতল।

আনমনে বোতলের গায়ের লেখাটা পড়ল অলি। জনিওয়কার ব্ল্যাক লেভেল।

পড়ে অসহায় চোখে আইভির দিকে তাকাল। আইভি মিষ্টি করে হাসল। চাকর বাকররা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই নিজেই একেবারে সব নিয়ে এলাম। এবার বসে যতটা ইচ্ছে খাও, যতক্ষণ ধরে ইচ্ছে খাও।

অলি কোন কথা বলল না। বুকের ভেতর কি রকম একটু মোচড় দিয়ে উঠল তার। নদীর কথা মনে পড়ল। নদী কি এখনো তার অপেক্ষায় আছে!

এত রাতে নদীর কাছে যাওয়ার কোন উপায় নেই অলির। আইভির এখানে না থাকলেও সম্ভব হতো না। তবুও মনে মনে অলি বলল, নদী, আমার নদী, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। নিয়তি আজ তোমার কাছে আমাকে যেতে দিল না।

আইভি বলল, কি ভাবছ?

শুনে চমকে উঠল অলি। তারপর নড়েচড়ে বসে ম্লান মুখে হাসলো। কই কিছু ভাবছি না তো!

নিশ্চয়ই কিছু ভাবছো। বলে হাসল আইভি।

অলি বলল, কি ভাবব?

কারো কথা।
না।
আমার কথাও না!
আপনার কথা আবার কি ভাবব!
আবার আপনি!
ঠিক আছে।
অলি হেসে বলল, আর আপনি করে বলবো না।
হ্যাঁ কক্ষনো বলবে না।
কায়দা করে হুইস্কির বোতল খুলল আইভি। তারপর দুটো গ্লাসে এক পেগ পরিমাণ করে হুইস্কি ঢেলে ফ্লাক্সের মুখ দিয়ে পানি এসে পড়ল গ্লাসে। গ্লাস ভরে উঠল।
আইভি বলল, ফ্রিজে আইচ ছিল না। তবে পানিটা ঠাণ্ডা। অসুবিধা হবে না তো!
অলি বলল, আমি আর খাব না।
মানে?
আমার আর ইচ্ছে করছে না।
ফাজলামো করো না। আরে, পার্টিতে তো আরো খাওয়ার জন্যে পাগল হয়েছিলে। জোর করে আমার সঙ্গে চলে এলে। আর এখন কি সব উল্টাপাল্টা কথা বলছো!
অলি কাচুমাচু গলায় বলল, ভুল হয়ে গেছে।
কোন ভুল হয়নি। খাও। এরকম চান্স হয়তো জীবনে আর পাবে না।
কি রকম চান্স?
এই যে আইভির বাসায় রাত কাটানো। তার সঙ্গে গভীর রাতে বসে মদ খাওয়া।
এসব ব্যাপারে আমার কোন লোভ নেই।
সঙ্গে সঙ্গে আইভির ঠোঁটে ফুটে উঠল সেই রহস্যময় হাসি। একটা গ্লাস তুলে অলির দিকে বাড়িয়ে দিল সে। তোমার যদি ইচ্ছে না থাকে এরপর আর খেয়ো না।
বাধ্য হয়ে গ্লাসটা তুলে অলির গ্লাসের সঙ্গে ছোঁয়ালো আইভি । চিয়ার্স।
অলি সুবোধ বালকের মত বলল, চিয়ার্স।
তারপর গ্লাসে চুমুক দিয়ে আইভির দিকে তাকাল । তাকিয়ে রইল।
আইভি বলল, চিয়ার্স বলে গ্লাসে চুমুক দিতে হয়।
অলি গ্লাসে চুমুক দিল।
আইভি বলল, এবার বলো।

কি?

আমাকে এখন কেমন লাগছে?

অলি আবার আগের মতো কি রকম চোখে আইভির দিকে তাকাল। তাকিয়ে রইলো।

আইভির পরনে এখন চমৎকার নীল রঙের একটা শাড়ি। একই রঙের স্লিভলেস ব্লাউজ। ব্লাউজের বাইরে আইভির কোমল মাখনের মতো বাহু খুব চোখে পড়ে। এমনকি হাত তুললে পরিচ্ছন্ন বগলও।

একবার সেদিকে তাকিয়ে চোখ ফেরালো অলি। শরীরের ভেতরটা কি রকম করে উঠল তার।

আইভির মুখে এখন কোন প্রসাধন নেই। কেবল ঠোঁটে লিপস্টিক। লাল টুকটুকে লিপস্টিক। কি রকম ভেজা ভেজা। সেই ঠোঁটের দিকে তাকিয়েও শরীরের ভেতরটা কি রকম কাঁটা দিয়ে উঠল অলির।

আইভি বলল, কি হলো?

কি?

তুমি কি খুব আনমনা হয়ে আছো?

অলি ম্লান হেসে বলল, না তো।

তাহলে কথা বলছো না কেন?

আইভি আবার গ্লাসে চুমুক দিল। তার দেখাদেখি অলিও।

কি আশ্চর্য! গ্লাসে চুমুক দিয়ে হুইস্কির পরিবর্তে আইভির শরীর থেকে আসা পাগল করা একটা পারফিউমের গন্ধ পেল অলি। পার্টিতে যে গন্ধটা ছিল আইভির গায়ে, এখন আর সেটা নেই। এটা অন্য পারফিউমের গন্ধ এবং গন্ধটা বোধহয় রাত্রিকালীন। বিছানায় যাওয়ার আগে ব্যবহার করার।

হবে হয়তো। গন্ধটার ভেতর কি যেন একটা আছে। শরীরের খুব গোপন কোথাও নাড়া দেয়। মাথার ভেতর টলমল করে ওঠে হুইস্কির চেয়েও তীব্র কোন নেশা।

কি সেই নেশা!

এক চুমুকে অনেকটা হুইস্কি খেল অলি। তারপর অপলক চোখে আইভির দিকে তাকিয়ে বলল, তোমাকে চমৎকার লাগছে আইভি।

কথাটা এমন ভাবে বলল, মনে হলো না এটা অলিই বলছে। অন্য কোন একজন পুরুষ অলির কণ্ঠ দিয়ে বলিয়ে নিল। চিরকালীন নারী সৌন্দর্যের প্রশংসা।

আইভি হেসে বলল, তুমি আরো খাও অলি। আরো খাও।

কেন?

খেলে চোখ খুলে যায় তোমার। মন খুলে যায়। তুমি খুব স্মার্ট হয়ে ওঠো। এট্রাকটিভ হয়ে ওঠো। আর না খাওয়া অবস্থায় তুমি খুবই অর্ডিনারি এক যুবক। চোখে লাগে না। অনেক্ষণ ধরে সিগ্রেটের তেষ্টা পেয়েছিল অলির। বলতে পারেনি। এবার বলে ফেলল। সিগ্রেট নেই?

আইভি চনমনে গলায় বলল, ও সিওর।

তারপর উঠে গিয়ে দেয়ালের সঙ্গের সেই বিশাল আলমারির একটা ড্রয়ার খুলে এক প্যাকেট বেনসন এন্ড হেজেজ আর একটা লাইটার নিয়ে এলো।

বেনসন দেখে অলি খুব খুশি। বলল, এই তো ভাল সিগ্রেট বের করেছো।

বেনসন তোমার ফেবারিট?

হ্যাঁ।

অলি সিলোফিন ছিঁড়ে সিগ্রেট বের করল। একটা সিগ্রেটের ফিল্টার খানিকটা নিয়ে চমৎকার ভঙ্গিতে ঠোঁটে আটকাল আইভি। অলি লাইটার জ্বেলে সিগ্রেট ধরিয়ে দিল। তারপর নিজের সিগ্রেট ধরালো।

সিগ্রেটে টান দিয়ে আইভি বলল, আমার সম্পর্কে তোমার কি রকম ধারণা হলো আজ?

প্রশ্নটা শুনে থতমত খেয়ে গেল অলি। ধারণা মানে?

হঠাৎ করে রাস্তা থেকে তোমাকে তুলে নিয়ে গেলাম একটা পার্টিতে। জোর করে আমার হবু বর সাজালাম। মদ খাওয়ালাম। তারপর সঙ্গে মদ খাচ্ছি, সিগ্রেট খাচ্ছি। ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক না!

অলি কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারল না। এত সিরিয়াস ভঙ্গিতে কথা বলতে পারে আইভি এটাই তো তার জানা ছিল না।

আইভিকে সে চেনে খুব বেশিদিন নয়। মাস ছয়েক হবে। অলির এক বন্ধুর অফিসে প্রায়ই যায় আইভি। বন্ধুটির এডভার্টাইজিং ফার্ম। অলি সেই অফিসটায় যেত আড্ডা দিতে। এই ভাবেই পরিচয়। মনে আছে পরিচয়ের প্রথম দিনই অলির চেহারার প্রশংসা করেছিল আইভি। শুনে লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে গিয়েছিল অলি। অতো সুন্দরী মহিলা অলির মতো একটা ছেলের চেহারার প্রশংসা করছেন, জড়োসড়ো হওয়ারই কথা।

অলি কোন কথা বলতে পারেনি।

সেদিন আইভি চলে যাওয়ার পর বন্ধুরা চেপে ধরেছিল অলিকে। আমাদের এখানে এত আসে, কখনো কাউকে পাত্তা দেয়নি। সাংঘাতিক মহিলা। দেখতে তো সুন্দরই। হেভি মালদার। তোকে চোখে লেগেছে। চান্সটা ছাড়িস না অলি। লেগে যা।

অলি অবাক হয়ে বলেছিলো, লেগে যাব মানে?
পটিয়ে ফেল, কাজ হবে।
মহিলার হাজব্যান্ড নেই?
আছে। তাতে কি? ওসব কোন ব্যাপার নয়। টাকা-পয়সাও পাবি, অন্য জিনিসও পাবি। ইচ্ছে করলে মহিলা তোকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারবে।
কি করে?
আরে হেভি বিজনেস। দেখিস না একেক দিন একেকটা গাড়ি নিয়ে আসে।
ব্যাপারটা পাত্তা দেয়নি অলি।
তারপরও সেই বন্ধুর অফিসে গিয়ে শুনেছে আইভি যেদিন আসে সেদিনই নাকি অলির কথা জিজ্ঞেস করে। অলির ঠিকানা চেয়েছে, টেলিফোন নাম্বার চেয়েছে, বন্ধুরা দিতে পারেনি। কেমন করে পারবে। অলির কোন ঠিকানা থাকলে তো, কোন টেলিফোন নাম্বার থাকলে তো! অলি তো যখন কোন চান্স পায় থেকে যায় সেখানেই। বেশির ভাগই বন্ধুবান্ধবের বাসায়।.
তবুও আইভির সঙ্গে দেখা হওয়া আটকে থাকেনি। সেই বন্ধুর অফিসে দেখা হয়েছে। মহিলা সমিতিতে নাটক দেখতে গিয়ে দেখা হয়েছে। নিউমার্কেটে দেখা হয়েছে। ক্রমে আইভিকে আইভি আপা বলতে শিখে গেছে অলি। এই তো।
আজই প্রথম আইভির সঙ্গে এতটা সময় কাটানো। এতটা ঘনিষ্ঠতা। তুমি করে বলা। এই থেকে কি একজন মানুষ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব!
অলি বলল, তুমি বেশ অদ্ভুত।
কি রকম?
তোমার সম্পর্কে ধারণা করা খুব মুশকিল। তোমাকে বোঝা খুব মুশকিল।
দুটো গ্লাসে আবার হুইস্কি ঢালল আইভি। পানি মেশাল। তারপর গম্ভীর মুখে গ্লাসে চুমুক দিল। তার দেখাদেখি অলিও দিল। এখন নেশাটা একটু একটু করে আবার জমে উঠেছে।
আইভি বলল, আমি কিন্তু এরকম ছিলাম না।
কথাটা বুঝতে পারল না অলি। বলল, কিরকম?
এই যে, যে ধরনের লাইফ লিভ করি আমি, এ জীবনটা আমি চাইনি।
আমার হাজব্যান্ড আমাকে এ রকম একটা জীবনে ঠেলে দিয়েছে।
অলি কথা বলল না। গ্লাসে চুমুক দিল।
ওরা বসেছিল একটা লম্বা মতো সোফায়। পাশাপাশি। সামনে কাচের সুন্দর সেন্টার টেবিল। তার ওপর বোতল গ্লাস ফ্লাক্স সিগ্রেটের প্যাকেট লাইটার এশট্রে।

আইভি আনমনে সিগ্রেট ধরাল।
অলি বলল, তোমার হাজব্যান্ড কোথায়?
নেই।
নেই মানে?
এখানে থাকে না।
কোথায় থাকে?
আলাদা।
মানে?
আমাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে। লোকটা আর একটা বিয়ে করেছে। শুনে মাত্র জমে ওঠা নেশাটা মুহূর্তে কেটে গেল অলির।
আইভি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, লোকটাকে আমি ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম। আমার ভালোবাসায় কোন খাদ ছিল না। ওর ছিল। মেয়েমানুষ দেখলেই মাথা খারাপ হয়ে যেত লোকটার। আমার সঙ্গে প্রেম করার সময়ও আরো অনেক মেয়ের সঙ্গে ওর সম্পর্ক ছিলো। আমি বুঝতে পারিনি। টের পাইনি। টের পেয়েছিলাম বিয়ের পর। বিভিন্ন জায়গায় শুনেছিলাম লোকটার ওসব বদ অভ্যাস আছে। নিজের চোখে কখনো দেখিনি। দেখলাম বাবু হওয়ার পর।
আইভি আবার গ্লাসে চুমুক দিল। সিগ্রেটে টান দিল। তারপর উদাস কণ্ঠে বলল একরাতে বাবুকে দুধ খাওয়াতে উঠে দেখি লোকটা ঘরে নেই। বাবুটা এত চুপচাপ ধরনের ছিল, খিদে পেলেও কান্নাকাটি করত না। কাদার দলার মতো বিছানায় পড়ে থাকত। ঘুমিয়ে থাকত। রাতের বেলা আমি টেনে তুলে ফিডার গুঁজে দিতাম মুখে। তো সে রাতেও উঠেছি। উঠে দেখি লোকটা বিছানায় নেই। দেখে হকচকিয়ে গেলাম আমি। এত রাতে লোকটা যাবে কোথায়! একবার ভাবলাম বাথরুমে গেছে। একটু অপেক্ষা করে দেখা যাক।
কিন্তু বাথরুমটা তো এটাচড। ওখানে ঢুকলে তো ভেন্টিলেটার দিয়ে আলো দেখা যেত।
কিরকম একটা সন্দেহ হলো আমার। বাবুকে না তুলে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরুলাম। বেরিয়ে কিচেনের দিকে গেলাম। এই বাড়িরই ঘটনা। কিচেনটা হচ্ছে কর্নারের দিকে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো আইভির কথা শুনছিল অলি। হাতে সিগ্রেট জ্বলছে, সামনে টেবিলের ওপর রাখা গ্লাসে চুমুক দিতে ভুলে গেছে অলি।
আইভি বলল, খাও।
বলে নিজেও দীর্ঘ একটা চুমুক দিল। তার দেখাদেখি অলিও। আইভি বলল, কিচেনের সামনে গিয়ে দুজন মানুষের বিকৃত গলার হালকা কিছু শব্দ পেলাম।

কিচেনটা নিরেট অন্ধকার। ওখানে তো কাজের যুবতী ফরিদা থাকে। মুহূর্তে যা বুঝার বুঝে গেলাম আমি। ঘৃণায়-দুঃখে শরীরের ভিতরটা গুলিয়ে উঠল। একবার ভাবলাম বেডরুমে ফিরে আসি। এসে বাবুকে বুকে চেপে এই মুহূর্তে রাতের অন্ধকারে বাড়িটা ছেড়ে যাই। তারপর ভাবলাম, না লোকটা তাহলে পুরো ব্যাপারটা আবিষ্কার করবে। সে জানুক ব্যাপারটা আমি দেখে ফেলেছি।

আইভি আবার গ্লাসে চুমুক দিল। তার দেখাদেখি অলিও। দুজনের গ্লাসই শেষ। আইভি আবার হুইস্কি ঢালল গ্লাসে। ফ্লাস্ক থেকে পানি মেশাল। সেই ফাঁকে অলি লক্ষ্য করল আইভির হাত একটু একটু কাঁপছে। মুখটা থমথমে। চোখে লালচে একটা আভা। দেখে অলি টের পেল তারও একটা কিরকম ঝিমানো ভাব আসছে। মাথাটা টলমল করছে।

এই ব্যাপারটার নামই কি নেশা! তাহলে কি সত্যি সত্যি নেশা হচ্ছে অলির! আর এক গ্লাসের মাথায় কি মাতাল হয়ে যাবে অলি! চোখ তো টানছে। শরীরেও অবশ একটা ভাব। অলি কি ঘুমিয়ে পড়বে!

কিন্তু কোথায় ঘুমোবে অলি। আইভি তো শোবার জায়গা দেখিয়ে দেয়নি।

সোফায় প্রায় শুয়ে পড়েছিল অলি। নেশা হচ্ছে ভেবেই নড়েচড়ে উঠল। সোজা হয়ে বসে গ্লাসে চুমুক দিল। তারপরই সিগ্রেট ধরাল। সেই পার্টি যেমন হয়েছিল, একটা সময়ে নদীর কথা ভুলে গিয়েছিল অলি, এখন সেরকম একটা সময়ে পড়েছে সে। নদীর কথা এখন আর মনে নেই অলির।

আইভি বলল, আমি যে ঘটনাটা জেনে ফেলেছি লোকটাকে তা জানাবার জন্যই চোরের মতো পা টিপে টিপে কিচেনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। লোকটা এতটাই একসাইটেড ছিল, কিচেনের দরজা বন্ধ করারও টাইম নেয়নি। দরোজাটা হাট করে খোলা। আমি নিঃশব্দে কিচেনে ঢুকে গেলাম। ঢুকে লাইট অন করে দিলাম তারপর যা একটা দৃশ্য, সেটার বর্ণনা দেয়া সম্ভব না। লোকটা সেই অবস্থায় ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকালো। আমিও তাকালাম। কিন্তু ওরকম ঘৃণার দৃষ্টিতে আমি বোধহয় জন্মের পর কারো দিকে তাকাইনি। কতক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম মনে নেই। তারপর একসময় লাইট অফ করে চলে এলাম।

তারপর লোকটার সঙ্গে আমি আর কোন কথা বলিনি। মাস দু'তিনেক একসঙ্গে ছিলাম ঠিকই। কথা বলিনি। ওর টেক্সটাইল মিলটা ছিল আমার নামে। সেটা নিজের নামে করে নেয়ার বহু রকম চেষ্টা চালিয়েছিল সে। বাবু না জন্মালে আমি হয়তো দিতাম। বাবুর ভবিষ্যতের কথা ভেবে দেইনি।

অলি জড়ানো গলায় বলল, তারপর।

আইভি গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, তারপর আর কি। ডিভোর্স। লোকটা আবার বিয়ে করেছে।

তুমিও বিয়ে করে নিতে পারতে।
একটা বাচ্চাসহ কে আমাকে বিয়ে করবে?
কি বলছো? তুমি এত সুন্দর। এত টাকা-পয়সা তোমার। মিল-বাড়ি। যে কেউ পাগল হয়ে ছুটে আসবে।
এসেছেও। আমার ইচ্ছে করেনি। পুরুষ জাতটার ওপর ঘেন্না ধরে গেছে।
তাহলে আমার সঙ্গে যে মিশছো!
আইভি গ্লাসে চুমুক দিল। তারপর ঘোর লাগা চোখে অলির দিকে তাকাল। ঠোঁটে সেই রহস্যময় হাসিটা ফুটে উঠল তার। অলি, আমি আজ তোমাকে পিক করেছি আমার প্রয়োজনে।
সে তো দেখলামই।
কোথায় দেখলে?
পার্টিতে।
ও। তবে শুধুমাত্র ওটাই কিন্তু ব্যাপার নয়।
তাহলে?
আরো ব্যাপার আছে। তুমি খাও। পরে বলব।
অলি গ্লাসে চুমুক দিল। খুবই দ্রুত খাচ্ছে সে এবং শরীর ক্রমশ অবশ হয়ে আসছে তার। মাথাটা শূন্য লাগছে। চোখ টানছে অবিরাম। ঘুম পাচ্ছে অলির। তীব্র ঘুম। এখন আর বিছানার কথা ভাবছে না। সোফাটাই তার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিছানা মনে হচ্ছে। ওখানেই শুয়ে পড়বে অলি। এখানেই ঘুমিয়ে পড়বে। আহ ঘুমের মতো শান্তি পৃথিবীর আর কিছুতে আছে!
কিন্তু তলপেটটা অনেকক্ষণ ধরে ভারি হয়ে আছে অলির। গ্লাসে এখনো খানিকটা হুইস্কি রয়ে গেছে। ঘুম ঘুম চোখে অলস হাতে গ্লাসটা নিল অলি। তারপর এক চুমুকে শেষ করে ওঠে দাঁড়াল। আইভি জড়ানো গলায় বলল, কি হলো?
বাথরুম।
আইভি আঙুল তুলে এটাচড বাথরুম দেখিয়ে দিল।
খানিক পর প্যান্টের জিপার লাগাতে লাগাতে ফিরে এল অলি। ব্যাপারটা অভদ্রতা। স্বাভাবিক অবস্থায় কিছুতেই একজন মহিলার সামনে এটা করতে পারত না অলি। এখন অবলীলায় করল। মাথার ভেতরটা শূন্য হয়ে গেছে। বোধবুদ্ধি লোপ পাচ্ছে অলির।
ফিরে এসে ধপ করে আইভির একেবারে গা ঘেঁষে বসল অলি। আমার ঘুম পাচ্ছে। তুমি অবশ্যই ঘুমোবে। তার আগে...
কি?

আইভি জড়ানো গলায় হেসে উঠল। এই গ্লাসটা শেষ করো। তারপর বলব। আমি আর খাব না। এখুনি বলো।

অলি আস্তে ধীরে সোফার ওপর কাত হয়ে যাচ্ছিল। শরীরটা নিজের ইচ্ছেয় করছে এসব। সে এখন আর অলির নিয়ন্ত্রণে নেই।

একটা গ্লাসেই হুইস্কি ঢেলেছিল আইভি। গ্লাসটা অলির। নিজের গ্লাসটা খালি রেখেছিলো।

আইভি বলল, শুধু তোমার গ্লাসেই ঢেলেছি। এটাই লাস্ট। এক গ্লাস থেকেই আমরা দুজনে এখন খাব। তারপর–

কথাটা শেষ করে অলির কাঁধের তলায় নিজের মাখনের মতো একটা হাত ঢুকিয়ে দিল আইভি। অলির মাথাটা টেনে আনল বুকের কাছে। তারপর অন্যহাতে গ্লাস তুলে অলির ঠোঁটের সামনে ধরল। খাও।

অলির মাথাটা ঝুলে পড়েছে। চোখ বন্ধ হয়ে গেছে। তবু আইভির স্পর্শে চোখ খুলল সে। অবাধ্য শিশুকে ওষুধ খাওয়াবার সময় মা যেমন জোর করে তার মাথা বুকে চেপে ধরে, অলির মাথাটা আইভি ধরেছে ঠিক সেই কায়দায়। এখন বেশ খানিকটা হুইস্কি খাওয়াল ওষুধ খাওয়াবার মতো করে।

অলি খেলো। খেয়ে টের পেল জিনিসটা খুবই স্ট্রং। আইভি কি তাকে নিট খাওয়ালো!

জিনিসটা নিটই ছিল। শেষ পেগটা সব সময় নিট খায় আইভি। অলির খাওয়ার পর বাকিটা খেল আইভি। খেয়ে অলির মাথাটা চেপে ধরল বুকে। জড়ানো গলায় গভীর করে ডাকল, অলি।

হুঁ।

এসো।

কোথায়?

আমি তোমাকে আজ কেন পিক করেছি বুঝতে পারছো এখন?

না।

এখুনি বুঝবে।

তারপর একহাতে অলির মাথাটা বুকে চেপে পট পট করে ব্লাউজের বোতাম খুলল আইভি এবং সে অবস্থায়ই কি যেন কি কায়দায় মুহূর্তে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে গেল। আমি পুরুষ জাতটাকে ঘৃণা করি। কিন্তু শরীরের প্রয়োজন মেটাই এইভাবে। যাকে পছন্দ হয় কেবল তাকেই। এসো, এসো।

অলির কোমরের দিকে নিজের একটা হাত নামিয়ে আনে আইভি। অলি চোখ বন্ধ করে ঝিম মেরে আছে। কিন্তু আইভির হাত তার কোমরের দিকে নামার

মুহূর্তে অলি ফিসফিস করে বলল, নদী, আমার নদী। সঙ্গে সঙ্গে স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠল আইভি। প্রচণ্ড ধাক্কায় সরিয়ে দিল অলির মাথা।

অলি কিছু বুঝতে পারল না। তখন সে আর নিজের মধ্যে নেই। তার দুচোখে পাথরের মতো চেপে বসেছে ঘুম। আইভির ধাক্কায় মাথাটা কাত হয়ে পড়েছে সোফার একদিকে। পা দুটো অসহায় ভাবে ঝুলছে।

সেই অবস্থায় আইভি চটাচট কয়েকটা চড় মারল অলির মুখে। তীব্র আক্রোশে বলল, আমার সঙ্গে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ কেবল আমার কথা ভাবতে হবে। কেবল আমার কথা। অন্য কোন মেয়ের কথা ভাবা যাবে না। অন্য কোন মেয়ের নাম উচ্চারণ করা যাবে না। আইভির চড়চাপড়গুলো একদম টের পেল না অলি। তার মনে হলো গালে-মুখে অবিরাম সুড়সুড়ি দিচ্ছে কেউ। ভারি একটা মজা পেল অলি। মজা পেয়ে জড়ানো গলায় হো হো করে হেসে উঠল।

ঘুমের ভেতর অলি শুনলো কে যেন ডাকছে। এই ওঠো। ওঠো!

প্রথমে অলির মনে হলো সে বোধহয় কোন স্বপ্ন দেখছে। ডাকটা আসে স্বপ্নের ভেতর থেকে।

অলি আয়েশ করে পাশ ফিরল। সঙ্গে সঙ্গে তার একটা পা বিছানা থেকে ঝুলে পড়ল।

ঘুমঘোরে পাটা টেনে তুলতে গেল অলি। অলি বুঝতে পারল স্বপ্ন নয় আসলেই কেউ তাকে ডাকছে।

দেখে চমকে গেল অলি।

তারপর অলি তাকাল বিছানার দিকে। তাকিয়ে আবার চমকাল। আর সে তো শুয়ে আছে লম্বা একটা সোফার ওপরই।

এটা কোথায়! কার বাড়ি!

ধড়ফড় করে উঠে বসল অলি। বসেই টের পেল মাথাটা কি রকম ভার হয়ে আছে তার। মুখের ভিতরটা পলিয়েস্টার কাপড়ের মতো খসখসে। আর কি যে তৃষ্ণা বুক জুড়ে!

অলির খুব পানি খেতে ইচ্ছে করল।

তখনি একটি কণ্ঠ জিজ্ঞেস করল, তুমি কে?

শুনে চমকে উঠল অলি। তখনো বুঝি চোখে ঘোর লাগা একটা ভাব ছিল নয়তো সামনেই দাঁড়িয়ে আছে একজন, অলি তাকে দেখতে পায়নি কেন?

এখনো কি নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে অলি!

মাথাটা বার কয়েক ঝাঁকুনি দিয়ে মানুষটার দিকে তাকাল অলি। তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল।

অলির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল চার-পাঁচ বয়সের একটি চমৎকার ছেলে। চোখ দুটো টানা টানা। মুখটা পুতুলের মতো ফর্সা। মাথায় রেশমের মতো কোমল এলোমেলো চুল। পরনে ঘি রঙের হাফ প্যান্ট, হালকা নীল রঙের পাতলা একটা শার্ট। কিন্তু ছেলেটার মুখটা খুব গম্ভীর।

অলি তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে দেখে ছেলেটি আবার গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল, তুমি কে?

মনে পড়ে, সব মনে পড়ে অলির। কাল রাতের কথা। আইভি আপার কথা। সেই পার্টির কথা। আইভি আপার বাসার কথা। আর–

না ওটুকু আর ভাবতে চায় না অলি। মনে করতে চায় না। প্রতিদিন ঘুম ভাঙার পর প্রথম যার কথা মনে পড়ে অলির আজও তার কথা মনে পড়ল। তবে একটু দেরিতে।

কথা দিয়েও কাল তার কাছে যাওয়া হয়নি অলির।

অলি মনে মনে বলল, নদী, আমার নদী। আজ তোমার কথা আমার একটু দেরিতে মনে পড়েছে। তাছাড়া কালও আমার বড়ো অন্যায় হয়ে গেছে। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

সেই ছেলেটি তখন বলল, তুমি কথা বলতে পার না?

অলি থতমত খেয়ে বলল, পারি।

তাহলে বলছো না কেন?

কি বলবো?

তুমি কে?

আমি অলি।

তুমি আমার কি হও?

প্রশ্নটা শুনে অলি খুব ঘাবড়ে গেল। কি জবাব দেবে খানিক বুঝতে পারল না। বোকার মতো বলল, আমি একটু পানি খাব।

কি?

পানি খাব।

পানি কেউ খায় নাকি?

মানে?

মানে কি আবার! তুমি তো কথা বলতে জানো না। পানি তো পান করে।

ও! বলে হেসে ফেলল অলি।

কিন্তু ছেলেটি খুব গম্ভীর। সে একদম হাসে না। বসেও না। অলির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে এবং খুব গম্ভীর গলায় ডাকে, বুয়া।

ভেতর থেকে কেউ সাড়া দেয় না।

সে এবার গলাটা একটু উঁচু করে। বুয়া।

ভেতর থেকে সাড়া এলো। জী।

এক গ্লাস পানি।

তার কায়দাকানুন দেখে অলি হতভম্ব হয়ে গেছে। অতোটুকু বাচ্চা ছেলে, কি পার্সোনালিটি তার। বাপরে।

অলি একটু গলা খাকারি দিল। তোমার নাম কি?

বাবু।

কোন ক্লাসে পড়ো।

কেজিতে।

আইভি আপা...

কথাটা শেষ করতে পারল না অলি, সারা ঘর উজ্জ্বল করে হেসে উঠল বাবু। এই তো! তুমি তাহলে আমার আঙ্কেল!

বাবুকে হাসতে দেখে অলি শ্বাস ফেলে বাঁচল। যাক একটা পাথর নেমে গেল বুক থেকে।

তখুনি পিরিচের উপর ঝকঝকে বিদেশী গ্লাসে পানি নিয়ে এলো বুয়া।

বাবু বলল, পান করো।

পান শব্দটা শুনে অলি অযথা একটু হে হে করে হাসল। তারপর বুয়ার হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে ঢকঢক করে পানি খেল।

বাবু তখন তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

বুয়া চলে যাওয়ার পর অলির পাশে বসল বাবু। অলি হাসি হাসি মুখে তার দিকে তাকাতেই বলল, পান করার সময় তোমার গলায় অমন শব্দ হয় কেন?

অ্যাঁ! অলি খুব ভড়কে গেল।

হ্যাঁ, আমি লক্ষ্য করলাম পানি পান করার সময় তোমার গলায় খুব বিশ্রি একটা শব্দ হয়। এটা খুব বাজে ব্যাপার, বুঝলে!

বুঝেছি।

আর যেন না হয়।

হবে না।

গুড। শোন, তুমি কি আগে কখনো আমাদের বাসায় এসেছো?

না।

তাই।

এলে তো নিশ্চয়ই তোমার সাথে আমার দেখা হতো।

অলি হেসে বলল, তা তো বটেই।

বাবু বলল, কিন্তু একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না।

কি বলো তো?

তুমি সোফায় শুয়েছিলে কেন? মানুষ কি কখনো সোফায় শোয়?
আমি তো কখনও কাউকে সোফায় শুতে দেখিনি। এমনকি শুনিওনি! তখনি আইভি আপা এসে ঢুকলেন। ঢুকেই বাবুকে বললেন, এই তুমি এখানে কি করেছো।
সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল বাবু। তারপর কোন কথা না বলে গট গট করে বেরিয়ে গেল।
এবার অলি তাকাল আইভি আপার দিকে।
আইভি এই মাত্র গোসল করেছে। ভেজা চুলে ভেড়ার লোমের মতো মোলায়েম হালকা নীল রঙের টাওয়ালে জড়ানো। পরনে চওড়া সোনালি পাড় হলুদ রঙের শাড়ি। ঘুম ভাঙা চোখে মুখে ভারি চমৎকার একটা লাবণ্য ছড়ানো। দেখে অলি আর চোখ ফেরাতে পারে না।
আইভি বলল, বাথরুম থেকেই টের পেয়েছিলাম বাবু ঠিক তোমাকে এসে ধরেছে। এজন্যে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে হলো। নয়তো বাথরুমে আমার মিনিমাম এক ঘণ্টা লাগে।
আইভির কথায় কালরাতের সর্বশেষ ঘটনাটা মনে পড়লো অলির। ওই মুহূর্তের আইভি আর এখনকার আইভির মধ্যে যেন সাত জনমের দূরত্ব। এই মহিলাকে এই মুহূর্তে দেখে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম পাপীও ভাবতে পারবে না কালরাতে এই মহিলাটি পাগলের মতো মদ্যপান করেছিল, সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে এক যুবককে উপভোগ করতে উদ্যত হয়েছিল।
আসলেই কি সেই মেয়েমানুষটি আইভি!
অলি বিশ্বাস করতে পারে না। অযথা এই জীবনে অলি আর কখনো ওই ঘটনাটি বাস্তবে ঘটেছিল ভাবতে পারবে না। ভাবতে চাইবে না। কখনো মনে পড়লে ঘটনাটা অন্যভাবে সাজিয়ে নেবে অলি।
যেনো মাতাল অবস্থায় ওটা ছিল নিছকই বিভ্রম।
আইভি বলল, বাবুকে কেমন দেখলে?
চমৎকার ছেলে!
কি রকম?
ভারি সুন্দর।
আর কিছু দেখোনি?
আর কি দেখব!
চেহারা ছাড়া আর কিছু দেখোনি!
অলি হেসে বলল, বাবুটা খুব গম্ভীর।

আর?
বেশ পার্সোনালিটি আছে।
তোমার কোন শব্দের ভুল ধরেনি?
শুনে অলি খুব অবাক হলো! শব্দের ভুল মানে!
ধরেছে কি না বলো।
তা ধরেছে।
কি?
আমি বলেছিলাম, আমি পানি খাব ও বলল, পানি কেউ খায় নাকি, পান করে। কথাটা বলে প্রথমবারের মতো হো হো করে হেসে উঠল অলি। আইভি আপা, আপনার ছেলেটা খুব ব্রিলিয়ান্ট হবে।
কিন্তু ওর পাকামোটা বেশি। আই ডোন্ট লাইক ইট। যাই হোক তুমি খুব অল্পের ওপর দিয়ে বেঁচে গেছো।
কি রকম?
আর একটু সময় গেলে তোমাকে পাগল করে ফেলতো। কত রকমের যে কথা বলত। যাকগে, তোমার হাঙওভার হচ্ছে?
হ্যাঙওভার মানে?
প্রচুর মদ খেলে পরদিন সকালে খুব অস্বস্তি হয়, ওটাই হ্যাঙওভার।
তোমার কি হচ্ছে?
না তো।
ফ্রেস লাগছে?
তা লাগছে।
যাক বাঁচা গেলো। হ্যাঙওভার হলে সারাটাদিন খুবই কষ্টে কাটত তোমার।
অলি এবার সোফা ছেড়ে উঠল। আইভি আপা, আমি এখন যাব।
কোথায়?
বাহ, আমি যেখানে থাকি।
না।
মানে?
তুমি এখন সোজা বাথরুমে যাবে। গোসলটোসল করবে। তারপর নাস্তা করবে। তারপর তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। তারপর যাবে।
পরপর তিনটে আদেশ শুনে হেসে ফেলল অলি। কিন্তু গোসল আমি করতে পারব না।
কেন?

গোসল করে আমি কখনো নোংরা জামা-কাপড় পরতে পারি না।
তা পরবে কেন?
বাহ, যেগুলো পরে আছি, ময়লা হয়ে গেছে না!
ও! ঠিক আছে, ওসবের ব্যবস্থা হবে। আমি দেখছি। তুমি একটা সিগ্রেট ধরাও। সিগ্রেট শেষ হতে না হতে আমি ফিরে আসব। তারপর বাথরুমে ঢুকো। অলি দিনের প্রথম সিগ্রেটটা ধরাল।
কিন্তু আইভি ফিরে এলো অলির সিগ্রেট শেষ হওয়ার অনেকক্ষণ আগে। হাতে একগাদা জামা কাপড়, একটা নতুন টাওয়াল।
সেন্টার টেবিলের ওপর জিনিসগুলো নামিয়ে রাখল আইভি। দেখো কোনটা লাগে। তোমার লারজই লাগবে। সবগুলোই অবশ্য লারজ। তবে দু'একটা বোধহয় একস্ট্রা লারজও আছে।
অলি বোকার মতো সেন্টার টেবিলটার দিকে তাকাল। সেখানে বিভিন্ন রঙের চার পাঁচটা শার্ট, সবগুলোই ফুল স্লিভ। চার-পাঁচটা প্যান্ট। কোনটা জিনস কোনটা কটন কোনটা বা অলি নাম জানে না এমন কাপড়ের। এতগুলো নতুন শার্ট-প্যান্ট কোথায় পেলো আইভি?
অবাক চোখে আইভির দিকে তাকালো অলি। সিগ্রেটে টান দিতে ভুলে গেল।
আইভি হেসে বলল, অবাক হচ্ছো না? আমি একটা গার্মেন্টস স্টার্ট করেছি। শার্ট প্যান্টের কিছু নতুন ডিজাইন করা হয়েছে। এগুলো স্যাম্পল। তোমাকে পরিয়ে ট্রায়াল দেওয়া হচ্ছে। দেখি তোমাকে কেমন দেখায়। যেটা ইচ্ছে নিয়ে আপাতত বাথরুমে ঢোকো। পরে অন্যগুলোও যদি ভাল লাগে নিয়ে যাবে। যাও। নীল জিনসের প্যান্টটা অলির ঠিক কোমরের মাপের। প্রথমেই প্যান্টটা নিল অলি। তারপর নিল বরফের মতো সাদা পাতলা একটা শার্ট।
অলি বাথরুমে ঢুকে গেল।
চায়ে চুমুক দিয়ে আইভি বলল, তোমাকে চমৎকার লাগছে।
বাথরুমে ঢুকে অনেকক্ষণ ধরে গোসল করেছে অলি। প্রথমে মাথায় দিয়েছে হেড এন্ড সোল্ডার নামের চমৎকার একটা শ্যাম্পো। চুলগুলো অনেকক্ষণ দলাইমলাই করেছে। তারপর অনেকক্ষণ ধরে কি একটা বিদেশী সাবান, চিনতে পারেনি অলি, ভারি সুন্দর গন্ধ, সেটা সারা শরীরে মেখেছে। যেন শরীরে শতাব্দীর নোংরা জমে গেছে। এই শরীর নিয়ে নদীর কাছে যাওয়া যাবে না।
শরীর থেকে সব নোংরা তুলে ফেলতে চেয়েছে অলি।
তারপর যে কতক্ষণ সাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়েছিল। শরীর থেকে গত সন্ধ্যা থেকে এই অব্দি জমে থাকা সব ধুয়ে ফেলেছে। পবিত্র হয়ে গেছে। এখন নদীর কাছে যেতে পারবে অলি।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে সোজা ডাইনিং টেবিল। টেবিলে বহু দামি খাবার নিয়ে বসেছিল আইভি।

অলিকে এক পলক দেখে মিষ্টি করে হাসল আইভি। এসো।

আইভির মুখোমুখি বসল অলি।

আইভি বলল, প্যান্ট ঠিক হয়েছে?

হ্যাঁ।

শার্ট?

একটু লুজ। আমি লুজ শার্ট পছন্দ করি। বলেই দ্রুত শার্টের হাতা গোটালো অলি। আইভি বলল, শুরু করো-প্লিজ।

অলি একটা কোয়ার্টার প্লেট টেনে নিল। বাবুকে দেখছি না। বাবু খাবে না?

বাবু খেয়ে নিয়েছে।

ও একা একা খায় নাকি।

না আমার সঙ্গেই খায়।

তাহলে?

গেস্ট থাকলে একা একাই খেয়ে নেয়। আমার সামনে আসে না। অলি একটা টোস্টে কামড় দিল।

নাস্তা হয়ে আসে। একটা চৌদ্দ-পনেরো বছরের কাজের ছেলে ট্রলি ঠেলে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এলো।

আইভি বলল, ড্রয়িংরুমে নিয়ে যা। আসছি।

ছেলেটা ট্রলির মুখ ঘোরালো।

আইভি বলল, চলো ড্রয়িংরুমে বসে চা খাই।

তারপর কি ভেবে বলল, তোমার কোন তাড়া আছে?

আছে একটু।

কোথায় যাবে?

যাব একটা জায়গায়।

একটু পরে গেলে অসুবিধা হবে?

না তেমন কোন অসুবিধা হবে না। কেন?

তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

বলুন।

চলো ড্রয়িংরুমে বসি। চা খেতে খেতে বলব।

অলি লক্ষ্য করছিল, আজ সকাল থেকে আইভির কথা বলার ভঙ্গিটা অন্যরকম হয়ে গেছে। একটু গম্ভীর, একটু ভারিক্কি ধরনের আচরণ করছে আইভি।

কালকের আইভির সঙ্গে আজ, এই মুহূর্তে অলির সামনে যে বসে আছে তার কোন মিল নেই।

ড্রয়িংরুমে এসে নিজ হাতে দু'কাপ চা তৈরি করল আইভি। অলির দিকে একটা কাপ এগিয়ে দিল তারপর নিজের কাপটা টেনে নিয়ে আলতো করে কাপে ঠোঁট ছোঁয়ালো। গলায় কিছুমাত্র উচ্ছ্বাস নেই এমন স্বরে বলল, তোমাকে চমৎকার লাগছে।

অলি কোন কথা বলল না। চায়ে চুমুক দিল। আইভি বলল, তোমার জামা কাপড়গুলো ধুয়ে ইস্ত্রি করে রাখা হবে। যে কোনদিন এসে নিয়ে যেয়ো। আর তোমার মাপটা তো আমার জানাই হয়েছে। আমি ওই মাপের ছটা প্যান্ট-শার্ট এনে রাখব, নিয়ে যেয়ো।

শুনে অবাক হয়ে গেল অলি। চায়ে চুমুক দিতে ভুলে গেলো। অতোগুলো শার্ট-প্যান্ট দিয়ে আমি কি করব!

পরবে।

একটা তো পরেছিই। আর দরকার কি!

আইভি মৃদু হেসে বলল, পরলে আমার কথা মনে পড়বে তোমার। ড্রেসগুলোর কেউ প্রশংসা করলে আমার কথা মনে পড়বে।

আপনার কথা এমনিতেই আমার মনে পড়বে। মনে থাকবে।

আইভি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমি তোমাকে জীবনে প্রথম বারের মতো মদ খাইয়েছি। তোমাকে নেশাগ্রস্ত করে দিয়েছি। তারপর মাতাল অবস্থায় তোমার সঙ্গে খুবই অশ্লীল আচরণ করেছি, এই কারণেই কি আমার কথা তোমার মনে পড়বে! মনে থাকবে! সেন্টার টেবিলের ওপর কালরাতের বেনসানের প্যাকেটটা রয়ে গেছে। লাইটারটা রয়ে গেছে। সেই প্যাকেট থেকে সিগ্রেট বের করে আইভির দিকে এগিয়ে দিল অলি।

আইভি বলল, নো থ্যাংকস। কেন? সকাল থেকে তো একটাও খেলেন না।

আজ থেকে আর খাব না।

মানে?

আইভি মৃদু হেসে বলল, মানে কি? খাব না।

কখনো না?

না।

ড্রিংকসের সময়?

ড্রিংকও করব না।

কখনো না?

কখনো না।
হঠাৎ কি যে খুশি হয়ে উঠল অলি। বাচ্চা ছেলের মতো হ্যান্ডসেকের ভঙ্গিতে একটা হাত বাড়িয়ে দিল আইভির দিকে। প্রমিজ।
অলির হাত ধরে আইভি বলল, প্রমিজ।
অলি খুবই খুশি হয়ে সিগ্রেট ধরাল। আইভি আপা আপনি খুব ভালো। খুব ভালো।
আমি ভালো ছিলাম না। আজ থেকে ভালো হয়ে যাব। তুমি আমার চোখ খুলে দিয়েছো। তোমাকে দেখে ভালো হতে শিখলাম।
আমাকে কি দেখলেন?
যা দেখার দেখেছি। সে তুমি বুঝবে না।
অলি আবার ভাবল, এই কি কালরাতের সেই মহিলা। নাকি অন্য কেউ। মানুষ এত দ্রুত নিজেকে পাল্টে ফেলে কেমন করে! আইভি বলল, অলি তোমাকে একটা অনুরোধ করব।
অনুরোধ কি! আদেশ করুন।
কাল সন্ধ্যে থেকে রাত দুপুর অব্দি যা যা ঘটেছে, কথাটা তুমি মনে রাখবে না!
রাখব না।
সত্যি? আমাকে ছুঁয়ে বলো।
অলি ডান হাত বাড়িয়ে আইভির গালে ছোঁয়ালো। সেই হাতটা বড়ো মায়া-মমতায় জড়িয়ে ধরল আইভি।
অলি স্বপ্নের মতো ঘোর লাগা গলায় বলল, তোমাকে ছুঁয়ে বলছি, মনে রাখব না।
আর আমাকে তুমি করে বলবে।
বলব।
তোমার যে কোন প্রবলেমের কথা আমাকে বলবে।
বলব।
যখন যে কোন প্রয়োজনে আমার কাছে আসবে। দ্বিধা করবে না।
করব না।
অলির হাতটা ছেড়ে দিল আইভি। যাক আমার যেটুকু পাওয়ার পাওয়া হয়ে গেছে। তোমার কাছে আমার আর কিছুই চাওয়ার নেই।
সিগ্রেটটা এশট্রেতে গুঁজে অলি বলল, আমার কাছে তোমার কি চাওয়ার থাকবে বলো। আমার আছেইবা কি!
তুমি আমাকে যেটুকু দিলে সেই আমার জন্যে যথেষ্ট। তুমি এখন নদীর কাছে ফিরে যাও।
আইভির মুখে নদী নামটা শুনে আপাদমস্তক কেঁপে উঠল অলি।

তুমি নদীর কথা জানলে কি করে?
ঘুমিয়ে পড়ার আগে তুমি বিড়বিড় করে বলেছিলে, নদী, আমার নদী।
তাই, তাই বলেছিলাম?
বলেছিলে!
উত্তেজনায় আর একটা সিগ্রেট ধরাল অলি। তারপর যেন নিজের কাছে বলছে এমন স্বরে বলল, আমি নদীকে ভালোবাসি। খুব ভালোবাসি। নিজের জীবনের চেয়ে বেশি। আমি জীবনে কোথাও কোন ভালোবাসা পাইনি। জন্মের আগে বাবা মরেছেন, পাঁচ বছর বয়সের সময় মা। আমি তারপর খড়কুটোর মতো ভেসে বড়ো হয়েছি। আজ এখানে কাল ওখানে। দয়ালু আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে স্কুল-কলেজ শেষ করেছি। ইউনিভার্সিটি শেষ করেছি। তারপরও ভেসে বেড়ানো শেষ হয়নি আমার। কোথাও কোন চাকরি-বাকরি জোটেনি। বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে দশ-বিশ টাকা নিয়ে চলি। ওদের জামা-কাপড় পরি, সিগ্রেট খাই, ভাত খাই। এটা কোন মানুষের জীবন নয়। বেঁচে থাকার জন্যে হয়তো আরো অনেক নিচে নেমে যেতে হতো আমায়। এ জীবন অন্যরকম হয়ে যেত। কেবল নদীর জন্যে হয়নি। নদীর ভালোবাসা এখনো আমাকে শুদ্ধ মানুষ করে রেখেছে।
বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল অলির। জীবনে প্রথমবারের মতো কথা দিয়ে আমি কাল নদীর কাছে যেতে পারিনি।
আইভি গভীর গলায় বলল, সে আমার জন্য। আমার জন্যে।
তা হোক! কাল তোমার সঙ্গে না দেখা হলে তোমাকেইবা আমি কেমন করে পেতাম! নদী আমার ভালোবাসা, আমার জীবন। আর তুমি আমার, তুমি আমার দাঁড়াবার জায়গা। শীতল মায়াবী ছায়া। আজ থেকে নদীকে নিয়ে আমার আর কোন ভয় নেই। মেয়েটি ভারি রোগা, ভারি অসুস্থ। তাকে নিয়ে আমি অন্তত তোমার কাছে এসে দাঁড়াতে পারবো। তোমার ছায়ায়। জীবনে প্রথম বারের মতো আমার একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয় জুটল।
আইভি মুগ্ধ গলায় বলল, সত্যি, সত্যি অলি! সত্যি! তুমি যাও, তুমি নদীর কাছে ফিরে যাও। আমি তোমাদের অপেক্ষায় থাকব। আজ থেকে আমার সব কিছুর ওপর সমান অধিকার। তুমি ভয় পেয়ো না। আমি আছি, আমি তোমার জন্যে আছি।
অলি উঠে দাঁড়াল।
আইভি উঠে এসে দুহাত অলির কপালের দুটো পাশ আলতো করে ধরল। তারপর নিজের মুখের কাছে টেনে এনে অলির কপালে ঠোঁট ছুঁইয়ে বলল, এসো। আমি তোমাদের অপেক্ষায় থাকবো।

সিঁড়ির মুখে নদীর মায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল অলির। নিচে নামার জন্যে মাত্র পা বাড়িয়েছেন তিনি। অলিকে দেখে থেমে গেলেন।

অলি হাত তুলে সালাম দিল। তিনি গম্ভীর মুখে সালাম নিলেন।

অলি বলল, ভাল আছেন?

তিনি কথা বললেন না। মাথা দোলালেন।

ভঙ্গিটি দেখে অলি খুব অবাক হলো। নদীর মা সাধারণত হাসি মুখে কথা বলেন অলির সঙ্গে। অলি একটা কথা বললে তিনি বলেন তিনটা। বেশির ভাগ কথাই নদীকে নিয়ে। নদীর শরীর নিয়ে। অসুখ নিয়ে। তাহলে আজ এত গম্ভীর হয়ে আছেন কেন! নদীর কি তাহলে শরীর খুব বেশি খারাপ হয়েছে।

নদী নিশ্চয় কাল ওষুধ খায়নি। ভাত খায়নি। ঘুমোয়নি। সারারাত কেঁদেছে। ফলে নিশ্চয়ই নদীর শরীর আরো খারাপ হয়েছে।

কথাটা ভেবে অলি খুবই চঞ্চল হয়ে উঠল। উতলা গলায় বলল, নদী...

কথাটা শেষ করতে পারল না অলি। মা বললেন, ঘরেই আছে।

শরীর।

বোধহয় ভালই।

কি তাহলে?

অলি বুঝতে পারল বোকার মতো আচরণ করে ফেলেছে সে। আসলে অলি বলতে চেয়েছিল, তাহলে আপনি অত গম্ভীর হয়ে আছেন কেন?

এটা তো আর মা শ্রেণীর কাউকে বলা যায় না। নদীকে নিয়ে ভারি একটা উৎকণ্ঠায় আছে বলে কথাটা অলির মুখে এসে গিয়েছিল।

নিজেকে সামলে নিয়ে অলি মৃদু হেসে বলল, না কিছু না।

তারপর পাশ কাটিয়ে দোতলা বারান্দায় উঠে গেল।

এই বাড়িতে অবাধ যাতায়াত অলির। সে ছাড়া নদীর কাছে আর কেউ আসে না।

কিন্তু নদীর মা অত গম্ভীর হয়ে আছেন কেন?

তাহলে!

তাহলে নদী কি তার মা বাবাকে অলির সব কথা বলে দিয়েছে। তাদের ভালোবাসার কথা। কেউ কাউকে ছেড়ে বাঁচবে না, এই সব।

লম্বা বারান্দা পেরিয়ে নদীর রুমের দিকে হেঁটে যেতে যেতে এসব ভাবল অলি। ভেবে পা দুটো আড়ষ্ট হয়ে এলো তার।

নদীদের দোতলায় উঠে এই টানা লম্বা বারান্দাটা অলি বরাবরই চোখের পলকে পেরিয়ে যায়। কিন্তু আজ অনেকটা সময় লাগল অলির। কেন যে অলির মনে হলো তাকে নিয়ে এই বাড়ির কোথাও কিছু একটা ঘটে গেছে।

ইস্, কেন যে কাল সন্ধ্যায় আইভির সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল।

নিয়তি।

সব নিয়তি। নিয়তির কারণেই বুঁঝি নদীকে তার হারাতে হবে। এই বাড়িতে আসা বন্ধ হয়ে যাবে। নদীর সঙ্গে আর দেখা করা যাবে না।

নদী যে বাইরে কোথাও গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করবে, উপায় নেই। নদীর শরীর ভর্তি অসুখ। বাড়ি থেকে বেরুনো নদীর কখনো হবে না।

কিন্তু ওরকম কিছু হলে তো নদীর মা অলিকে সিঁড়ি থেকেই বিদেয় করে দিতেন। সরাসরি বলে দিতেন, তুমি আর কখনো এই বাড়িতে আসবে না। নদীর সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক থাকবে না। তুমি নদীর সঙ্গে মেশার উপযুক্ত নও।

কই তেমন কিছুই তো বললেন না তিনি। কেবল চেহারা জুড়ে ছিল গাম্ভীর্য।

তাহলে কি অন্য কোন সাংসারিক কারণে গম্ভীর হয়ে আছেন তিনি।

মাথার ভেতরটা তালগোল পাকিয়ে যায় অলির।

যদি তাকে নিয়ে কিছু হয়ে থাকে, তাহলে!

নদীর সঙ্গে দেখা না করে অলি কেমন করে বেঁচে থাকবে। নদী ছাড়া অলির জীবনে আর আছে কি!

তারপর একজন মানুষের কথা ভেবে অলির মন থেকে সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব এক মুহূর্তে কেটে গেল। যদি অলিকে নিয়ে নদীদের বাড়িতে কিছু হয়ে থাকে, যদি নদীর সঙ্গে মিশতে পারবে না, দেখা করতে পারবে না, কথা বলতে পারবে না, তাহলে অলি সরাসরি নদীর হাত ধরে মা-বাবার চোখের ওপর দিয়ে দোতলা থেকে নেমে যাবে। রাস্তায় বেরিয়ে যাবে। তারপর রিকশা কিংবা স্কুটারে সোজা চলে যাবে আইভির কাছে। নদীকে নিয়ে দাঁড়াবার একটা জায়গা অন্তত অলির কাছে। কিন্তু দোতলা থেকে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে পারবে তো নদী! না পারলে অলি তাকে পাঁজা কোলে করে নিয়ে যাবে। যাবেই।

অলি মনে মনে বলল, নদী, আমার নদী। পৃথিবীর কোন শক্তি আমার কাছ থেকে তোমাকে সরিয়ে রাখতে পারবে না।

বিষণ্ন মুখে জানালার পাশে বসে আছে নদী। চুপচাপ। কাছে কোথাও কেউ নেই। কোন শব্দ নেই। নির্জনে একাকী নিজের রুমে বসে আছে নদী। জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। মুখটা দেখে মনে হয় নদীর মতো দুঃখী মানুষ পৃথিবীতে কেউ নেই।

সকালবেলা উঠে প্রাতঃকালীন কাজগুলো সেরেছে নদী। মন খারাপ করে আগের রাতের সালোয়ার কামিজ বদলেছে। এখন নদীর পরনে হালকা গোলাপি রঙের পাঞ্জাবি, ওই রঙের পাজামা-ওড়না।

রাতেরবেলা ঘুম হয়নি বলে মুখটা খুব শুকনো নদীর। চোখ দুটো বসা। তবুও, এসব ছাপিয়েও নদীর আলাদা সৌন্দর্য চোখে পড়ে। একাকী বিষণ্ন মেয়েটির মধ্যে কোথায় যেন আছে অসাধারণ এক সৌন্দর্য। আলাদা চোখ না থাকলে সেই সৌন্দর্য দেখা যায় না।

জগৎ সংসারে ওরকম চোখ মাত্র একজনেরই আছে। সে অলি। নদীর এই সৌন্দর্য অলি ছাড়া আর কারো চোখে পড়ার কথা নয়।

কিন্তু একাকী বিষণ্ন হয়ে নদী কি ভাবছে?

কার কথা ভাবছে?

অলির কথা?

অলি ছাড়া আর কার কথা ভাবার আছে নদীর!

কিন্তু অলি সেই যে কাল টেলিফোনে নদীকে কথা দিল, আসব এলো না।

রাতটা যে কেমন করে কেটেছে নদীর, নদী ছাড়া পৃথিবীর কেউ তা অনুমান করতে পারবে না। ভাবতে পারবে না। কাল না হয় অলি কোথাও আটকে গিয়েছিল।

আজ?

আজ এতটা বেলা হয়ে গেল তবুও অলির দেখা নেই! কোথায় অলি?

কেন আসছে না! সে কি বুঝতে পারছে না তার কথা ভেবে শেষ হয়ে যাচ্ছে নদী!

এসব ভেবে অলির ওপর তীব্র অভিমানে বুক ভরে যায় নদীর। চোখ ফেটে যায়। কান্না আসে।

এখন কি অলির জন্যে আবার কাঁদবে নদী?

না নদীকে আর কাঁদতে হবে না। ওই তো নিঃশব্দে অলি এসে দাঁড়িয়েছে নদীর দরোজার সামনে। পর্দার আড়ালে। এখুনি নদীর সব দুঃখের অবসান হবে।

অলিকে কাছে পাওয়ার পর নদীর তো কখনো কোন দুঃখ থাকে না। অভিমান থাকে না। এমনকি শরীরের অসুখটাও।

দরোজার ভারি পর্দা সরিয়ে গভীর ভালোবাসার স্বরে অলি ডাকল, নদী।

সেই স্বরে মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে গেল নদীর জগৎ সংসার। মনে হলো পৃথিবীর সব আলো একত্রে এসে পড়লো নদীর মুখে। ভালোবাসার তীব্র মোলায়েম হাওয়া হু হু করে ঢুকে গেল নদীর বুকে। হরিণীর মত চঞ্চল ভঙ্গিতে অলির দিকে তাকাল সে।

সেই তাকানোর ভঙ্গিতে ছিল পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্য।

দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল অলি। পাগলের মতো ছুটে গেল নদীর কাছে। নদী তখন দ্রুত লাফিয়ে নামতে গেল খাট থেকে। আর সেই মুহূর্তে কি যে হয়ে গেল নদীর! খাট থেকে পা দুটো নামিয়েই আঁ করে মৃদু চিৎকার করে উঠল নদী। মুহূর্তে উজ্জ্বল মুখ যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেল।

এই দৃশ্য কেমন করে সহ্য করবে অলি। মুহূর্তে অলির চোখ থেকে নিভে গেল পৃথিবীর সব আলো। অন্ধকার, পৃথিবীর গভীরতর অন্ধকার নেমে এলো অলির চোখে। পাগলের মতো দু'হাতে জড়িয়ে ধরল অলি। নদী, নদী, কি হয়েছে তোমার!

নদী কোন কথা বলতে পারে না। শব্দ করতে পারে না।

নির্জীব ভঙ্গিতে অলির বুকের সঙ্গে লেগে থাকে। ফলে অলি আরো পাগল হয়ে ওঠে। মরিয়া হয়ে ওঠে।

তাহলে কি, তাহলে কি নদী।

অলি আর কিছু ভাবতে পারে না। দু'হাতে নদীকে বুকে চেপে ধরে উতলা গলায় ডাকে, নদী-নদী।

তখন আস্তে ধীরে অলির বুক থেকে মুখ তোলে নদী। খুবই নরম ভঙ্গিতে। তারপর এমন করে অলির দিকে তাকিয়ে থাকে, যেন জন্মের পর থেকে অলিকে দেখার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত অলির কথাই ভেবেছে সে। ভেবেছে আর স্বপ্ন দেখেছে। স্বপ্ন দেখেছে আর অপেক্ষা করেছে। কবে তার প্রিয়তম পুরুষটিকে সে দেখবে। কবে তার প্রিয়তম পুরুষটিকে বুকের কাছে পাবে।

এই প্রথম পেয়েছে। চোখ ভরে তাকে দেখবে না! অলি বলল, নদী তোমার কি হয়েছে?

নদী কোন কথা বলে না। অলির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। অপলক তাকিয়ে থাকে। অলি তখন নদীর মাথায় চিরকালীন ভালোবাসার হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। তার বুকের সঙ্গে মিশে আছে নদীর পাখির মতো কোমল বুক। সেই বুকের ধুকপুকানির শব্দটা নিজের বুকে টের পাচ্ছে অলি।

অলি গভীর গলায় আবার বলল, নদী তোমার কি হয়েছে?
এবার চোখে পলক পড়লো নদীর। নদী একটু নড়েচড়ে উঠল। তারপর কোমল বিষণ্ন মায়াবী গলায় বলল, তোমার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে, তোমার কথা ভাবতে ভাবতে, হঠাৎ চোখের সামনে তোমাকে দেখতে পেয়ে কি যে হয়ে গেল আমার! মনে হলো জন্মের পর থেকে তোমার অপেক্ষায় আছি আমি। এই জন্মে একটি মুহূর্ত তোমাকে ছেড়ে থাকিনি আমি। আর এই জন্মে তোমার অপেক্ষায় থেকে আমার সারাবেলা কাটে। আমাকে কথা দিয়ে তুমি আসো না। দুঃখে আমার দিন কাটে। তোমার বিরহে বেলা যায়। চোখের জলে বুক ভাসে। তুমি আসো না। আমি কেমন করে বেঁচে থাকি অলি। আর যখন এরকম অনন্তকাল অপেক্ষার পর তোমাকে আমি দেখতে পাই ভালোবাসার গভীর আবেগে শরীরের ভেতর কোথায় যে কি ঘটে যায়! পা দুটো অবশ হয়ে আসে। কি যেন কি যন্ত্রণায় নীল হয়ে যায় মুখ। আমাকে কথা দিয়ে কেন তুমি আসোনি অলি! কেন আসোনি! কেন কেন কেন!
অলি দেখতে পায় নদীর সুন্দর চোখ জল ভরে আসছে। এই দৃশ্য সইতে পারে না অলি। বুক ফেটে যায়। বুক ফেটে যায় অলির। নদী, নদী আমার বড়ো ভুল হয়ে গেছে।
আমাকে কষ্ট দিয়ে দিয়ে তুমি কেমন করে এতটা সময় ভুলে থাকলে?
আমি ভালোছিলাম না। নদী আমি ভালোছিলাম না। আমিও তোমার মতো কষ্টে ছিলাম।
কেন, কেন?
নিয়তি, সব নিয়তি। আমাকে কাল তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। ইচ্ছে করেও আমি কাল তোমার কাছে আসতে পারিনি!
কেন কেন?
বলব। সব বলব তোমাকে।
থাক বলতে হবে না। তোমাকে আমি পেয়ে গেছি, আমার আর কিছু দরকার নেই। আমি আর কিছু চাই না। এসো তোমাকে আমি মন ভরে, প্রাণ ভরে আদর করি। তুমি আমাকে আদর করো। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রেমিকের মতো আদর করো। আমার আর কিছু চাই না। কিছু চাই না।
দু'হাতে অলির গলা জড়িয়ে ধরে নদী। পাগলের মতো মুখ ঘষতে থাকল অলির বুকে।
তখন, এই এতক্ষণ প্রথম বাস্তবে ফিরে আসে অলি। সাবধানী চোখে পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরে বারান্দার দিকে তাকায়। ফিসফিস করে বলে, নদী তুমি যে এমন করছো কেউ যদি দেখে ফেলে!

দেখলে দেখবে।
কি বলছো?
ঠিক বলছি। আমি তো কাল মাকে সব বলেই দিয়েছি।
শুনে চমকে উঠল অলি।
কি বলছো?
আমার কথা।
তোমার কি কথা?
সব কথা। আমাকে কথা দিয়ে তুমি আসোনি। কেন আসোনি! মার গলা জড়িয়ে ধরে আমি কেঁদেছি। মা সব জেনে গেছে। বুঝে গেছে। এজন্যে মা খুব গম্ভীর হয়ে আছে কাল থেকে। বোধহয় বাবাকে সব বলেছে। সকালবেলা প্রতিদিন বাবা আমার সঙ্গে দেখা করে অফিসে যায়। আজ আমার সঙ্গে দেখা না করেই গেছে।
সব শুনে ভেতরে ভেতরে শীতল হয়ে গেল অলি। শরীরটা অবশ হয়ে এলো তার। ব্যাপারটা নদী টের পেল খানিক পর।
অলির বুক থেকে মুখ তুলে নদী বলল, তুমি ভয় পাচ্ছো?
অলি কোন কথা বলল না। নদী বলল, ভয় পাচ্ছো কেন! আমি আছি না।
অলি গম্ভীর গলায় বলল, এত তাড়াতাড়ি সবাই সব জেনে গেল।
কি হয়েছে তাতে?
না মানে–
কথা শেষ করতে পারল না অলি। নদী বলল, এটা আমার ব্যাপার, আমি বুঝব। তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এসো।
অলির হাত ধরে খাটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল নদী। তারপর অলিকে টেনে বসালো পাশে। বসো।
অলি নিঃশব্দে বসল।
নদী বলল, আমি এই বাড়ির একমাত্র মেয়ে। আমার ইচ্ছেয়-অনিচ্ছেয় সবকিছু হয় এখানে। আমি যা বলব তাই হবে। আমার কথা ফেলে দেয়ার ক্ষমতা নেই কারো। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে চাই। যে কোন কিছুর পরিবর্তে তোমাকে আমার পেতে হবে। নয়তো আমার অসুখ কখনো ভালো হবে না। নয়তো আমি বাঁচবো না। একথা মা-বাবা দুজনেই বুঝে গেছে। তারা যদি আমার এই ভালোবাসায় বাধা দেয় তাহলে তাদের চোখের সামনে দিয়ে আমি তোমার হাত ধরে এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব। আমি বাঁচতে চাই। সুস্থ মানুষের মতো বাঁচতে চাই। আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে, সুস্থ রাখতে পারে তোমার ভালোবাসা। কেবল তোমার ভালোবাসা।

অলি বলতে চাইল, কিন্তু তোমার হাত ধরে পথে নামলে, কোথায় গিয়ে দাঁড়াব আমি! কার কাছে! কে আমাকে আশ্রয় দেবে।

তখুনি আইভির কথা মনে পড়ল অলির। এত বড় পৃথিবীতে নদীকে নিয়ে দাঁড়াবার একটা জায়গা অন্তত অলির আছে। একটা আশ্রয় আছে। কথাটা ভেবে মুহূর্তে সব দ্বিধা কেটে গেল অলির। আগের মতো উচ্ছ্বল হয়ে উঠল সে। একটা হাত নদীর কাঁধে রেখে নদীকে টেনে আনল বুকের কাছে। তাই হবে, তাই হবে। আমার ভালোবাসা তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবে নদী, সুস্থ করে রাখবে।

নদী বলল, তুমি সামনে থাকলে এমনিতেই আমার কোন অসুখ থাকে না অলি, মনে হয় তোমার সঙ্গে আমি হাজার মাইল পথ দৌড়ে যেতে পারব। একটুও কষ্ট হবে না আমার। কিন্তু চেয়েও তো সব সময় তোমাকে আমি পাই না। অলি। আমাকে কথা দিয়ে কাল তুমি আসোনি।

দু'হাতে নদীর মুখটা তুলে অলি বলল, নদী আমার বড়ো ভুল হয়ে গেছে।

কিন্তু কাল তুমি কোথায় ছিলে!

বলব।

এক্ষুণি বলো।

অলি একটু থেমে থাকে। তারপর গতকালের সব কথা খুলে বলে। পার্টির কথা, মদ খাওয়ার কথা, আইভির কথা। কেবল আইভির বাসার ড্রয়িংরুমের সোফায় ঘুমিয়ে পড়ার আগের কথাগুলো বলতে পারে না।

তখন কি ঘটেছিল মনে নেই অলির। তখন চোখ জুড়ে অলির কেমন অন্ধকার ছিল। পৃথিবীর গভীর গভীরতর অন্ধকার। সেই অন্ধকারে চোখ চলে না। মন চলে না।

তারপর সকালবেলার কথা বলে অলি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। অনেকক্ষণ ধরে।

সব শুনে নদী বলল, আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো।

তোমাকে তার কাছে আমি নিয়ে যাবো নদী।

কবে?

যে কোনদিন। তুমি একটু সুস্থ হয়ে ওঠো।

আমি সুস্থই আছি। তুমি সামনে থাকলে, সঙ্গে থাকলে আমার কোন অসুখ থাকে না।

নিয়ে যাবো।

আজই নিয়ে চলো। তাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে আমার।

তোমাকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেবে?

কে দেবে না?

তোমার মা?

কেন দেবে না! আমি তো ভাল হয়ে গেছি। তাছাড়া কতকাল, জানো কতকাল বাড়ি থেকে বেরুনো হয় না আমার। আমি যাব। আমি যাব।

চলো।

সঙ্গে সঙ্গে পাখির মতো লাফিয়ে উঠল নদী। তুমি একটু বসো আমি কাপড় পাল্টে আসি।

কি পরবে?

তুমি যা বলো।

শাড়ি। আমি তোমাকে শাড়ি পরতে দেখিনি।

আচ্ছা। কিন্তু কি রঙের শাড়ি পরব?

নীল। তীব্র নীল।

আচ্ছা।

দৌড়ে পাশের রুমে চলে গেল নদী।

কিন্তু আইভির কাছে ওদের যাওয়া হলো না।

রাস্তায় বেরিয়ে প্রেমে বিভোর হয়ে থাকা নদী সব ভুলে অলির হাত ধরল। উচ্ছল গলায় বলল, ওখানে আজ যাব না।

অলি তখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নদীকে দেখছিল। তীব্র নীল রঙের শাড়ি পরেছে নদী। চওড়া সোনালি পার। ঠিক ওই রঙের ব্লাউজ লম্বা হাতায় শাড়ির পাড়ের মতো পাড়। কপালে লাল টিপ নদীর। ফর্সা বিষণ্ন সুন্দর মুখে কোন প্রসাধন নেই। কেবল ঠোঁটে লাল লিপস্টিক। মাথায় ঘনকালো খোলা চুল নদীর। হাওয়ায় ফুরফুর করে উড়ছিল।

নদী যে এত সুন্দর অলির কখনো দেখা হয়নি। এখন নদীকে দেখে অলি আবার মুগ্ধ হলো। আবার নতুন করে নদীর প্রেমে পড়ল।

অলি বলল, কোথায় যাবে!

তুমি যেখানে নিয়ে যাও।

কোথায়, তুমি বলো।

বলব?

বলো।

নিয়ে যাবে। সত্যি।

নিয়ে যাবো।

নির্জন সবুজ খোলা কোন একটা মাঠে। যেখানে নীল স্বচ্ছ আকাশ এসে নেমেছে। ধু-ধু সবুজ প্রান্তরে কোন মানুষজন নেই। কেবল তুমি আর আমি। ওরকম খোলা মাঠে আকাশের দিকে মুখ করে আমি তোমার কোলে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ব। আমার মুখের খুব কাছে ঝুঁকে থাকবে তোমার মুখ। তুমি কেবল একটা কথাই বলবে আমাকে। বার বার। বহুবার। কেবল এক কথা। ভালবাসি, ভালবাসি।

অলি মন্ত্রমুগ্ধের মতো বলল, এসো, হাত ধরো। আমি তোমাকে সেই স্বপ্নের প্রান্তরে নিয়ে যাব।